সূচিপত্র

মহান আল্লাহ বলেন ১১

অবতরণিকা ১৩

পাঠক সমীপে কিছু কথা ১৮

প্রথম অধ্যায় : মৃত্যুর প্রস্তুতি

প্রথম পরিচ্ছেদ : যেভাবে শুভসমাপ্তির সাথে মৃত্যুবরণ করবেন ৩০

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : যেভাবে কবরের আজাব থেকে মুক্তি পাবেন ৫৫

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : যেভাবে হাশরের দিনে নিরাপত্তা পাবেন ৭৬

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : যেভাবে আরশের নিচে আশ্রয় পাবেন ১০৩

দ্বিতীয় অধ্যায় : পরকালের প্রস্তুতি

প্রথম পরিচ্ছেদ : যেভাবে নবিজির সুপারিশ পাবেন ১২৫

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : যেভাবে হাশরের দিনে সুপারিশকারী পাবেন ১৪৬

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : যেভাবে নেকির পাল্লা ভারী করবেন ১৬১

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : হাশরের ময়দানে আপনি যেভাবে নুর পাবেন ১৭৫

পঞ্চম পরিচ্ছেদ : জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচবেন যেভাবে ১৯৭

তৃতীয় অধ্যায় : জান্নাতের পাথেয়

প্রথম পরিচ্ছেদ : যেভাবে আপনি জান্নাতের সুসংবাদ পাবেন ২২৬

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : বিনা হিসাবে জান্নাত লাভের উপায় ২৫০

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : জান্নাতে মুকুট ও পোশাক লাভের উপায় ২৬৩

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : জান্নাতে যেভাবে বাড়ি বানাবেন ২৭২

পঞ্চম পরিচ্ছেদ : জান্নাতে যেভাবে পদমর্যাদা বাড়াবেন ৩০৬

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ : জান্নাতে যেভাবে নবিজির সান্নিধ্য পাবেন ৩৩০

শেষ কথা ৩৪৪

গ্রন্থপঞ্জি ৩৪৬

অবতরণিকা

সকল প্রশংসা আল্লাহ তাআলার জন্য, যিনি আমাকে এই কাজটি যথাযথভাবে সম্পন্ন করার তাওফিক দিয়েছেন।

প্রিয় পাঠক, এ গ্রন্থটিতে আমি আপনার সমীপে আখিরাত অর্জনের সুবর্ণ সব সুযোগ, অমূল্য সব ধনভান্ডার এবং রবের অফুরন্ত দান-উপহারের নানা রকম ডালি উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছি। মহান রবের সাথে আমাদের সাক্ষাৎ হবে হাশরের ময়দানে—এ আমাদের বিশ্বাস ও কামনা। আমরা দুনিয়াতে ঈমান ও বিশ্বাসের ছায়াতলে জীবনযাপন করি এবং কুরআন-সুন্নাহর দেওয়া প্রতিশ্রুতির ওপর বেঁচে থাকি।

সম্মানিত পাঠক, আপনি আখিরাত অর্জনের সুবর্ণ সুযোগগুলো গ্রহণ করুন, পরকাল-সমৃদ্ধির অমূল্য সব ধনভান্ডার অর্জন করুন এবং রবের দেওয়া অফুরন্ত সব দান-উপহার কোঁচড় ভরে নিয়ে নিন। সময় নষ্ট না করে সীমাহীন ফজিলতপূর্ণ আমলগুলো দিয়ে জীবনকে রাঙিয়ে তুলুন; তাহলে আপনার জন্য রয়েছে দুটি জান্নাতের প্রতিশ্রুতি। একটি হলো দুনিয়ার জান্নাত তথা অন্তরের প্রশান্তি, আল্লাহর সন্তুষ্টি ও ঈমান-আমলের সৌভাগ্য। আরেকটি হলো আখিরাতের জান্নাত যার অনিন্দ্য রূপ-সৌন্দর্যের বিবরণ আমি কথায়, ভাষায়, চিত্রে এমনকি কল্পনাতেও দিতে পারব না।

যেভাবে রচিত হয়েছে বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটি

ইসলামি বিধিনিষেধ-সংবলিত যেসব কিতাবাদি পড়ি আমরা, সেগুলোতে

কিয়ামত-হাশর এবং মৃত্যুপরবর্তী জীবন-সম্পর্কিত ঘটনাগুলো বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। যেমন : পুনরুত্থান, হিসাব, আমলনামা উপস্থাপন, শাফাআত বা সুপারিশ, মিযান বা দাঁড়িপাল্লা, হাউজে কাউসার, পুলসিরাত, জান্নাত ও জাহান্নাম ইত্যাদি।

আলিমগণ আকিদার মাসআলায় বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তারা মিযানের আলোচনা করেছেন। মিযান একটি হবে, নাকি কয়েকটি; সেখানে আমল মাপা হবে, নাকি মানুষকেও ওজন করা হবে; সেই দাঁড়িপাল্লা কি বাস্তব দাঁড়িপাল্লার মতো হবে, নাকি রূপক অর্থে 'মিযান (দাঁড়িপাল্লা)' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে; সেই দাঁড়িপাল্লার আয়তন, তার বিবরণ এবং কারা একে স্বীকার করে আর কারা অস্বীকার করে—এ ধরনের সকল আলোচনাই তারা করেছেন।

একইভাবে শাফাআতের প্রসঙ্গেও তারা আলোচনা করেছেন। কোন ধরনের শাফাআত আল্লাহ তাআলার কাছে গ্রহণযোগ্য আর কোন ধরনের শাফাআত অগ্রহণযোগ্য—এর শর্ত ও প্রমাণ, শাফাআতের ব্যাপারে মুতাযিলা, খারিজিদের বিভিন্ন ভ্রান্ত-ধারণা ও অভিমত নিয়ে আলোচনা করেছেন এবং সেগুলোর গঠনমূলক সমালোচনাও তারা করেছেন।

তারা কবর এবং কবরের শাস্তি নিয়ে আলোচনা করেছেন, এর পক্ষে দলিল-প্রমাণ উল্লেখ করেছেন, এর প্রকৃতি ও ধরন নিয়ে আলোচনা করেছেন পাশাপাশি যারা কবরের শাস্তি অস্বীকার করেছে, কঠোর সমালোচনার মাধ্যমে শক্তভাবে তাদের যুক্তিগুলো খণ্ডন করেছেন।

এভাবে আকিদার শাখাগত নানা আলোচনা, পক্ষবিপক্ষের তর্কবিতর্ক ও বিভিন্ন দলিলের উপস্থাপন ও খণ্ডন নিয়ে ব্যস্ত থাকতে থাকতে আমরা অনেক সময় ভুলেই যাই, আল্লাহ তাআলা বান্দাদের কাছে আসলে কী চান। আমরা ভুলে যাই আমাদের আসল উদ্দেশ্য, আমরা হারিয়ে যাই তর্কবিতর্ক এবং তাত্ত্বিক আলোচনার ঘূর্ণিপাকে। আমাদের হৃদয়ের জমিন শুকিয়ে যায়, দিনদিন আমাদের আমল কমে আসে। অথচ আল্লাহ তাআলা ঈমানের সাথে সাথে আমলের কথা বারবার উল্লেখ করেছেন, যাতে আমরা ঈমানের সঙ্গে আমল করে তাঁর বিশেষ নৈকট্য ও আখিরাতের সীমাহীন মর্যাদা অর্জন করতে পারি।

পথভ্রষ্টদের বাতিল আকিদা খণ্ডনে তাত্ত্বিক আলোচনা এবং শাস্ত্রীয় তর্ক-বিতর্ক যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি আমল বিষয়ে দালিলিক আলোচনার গুরুত্বও অপরিসীম। আকিদা সম্পর্কে দলিলভিত্তিক আলোচনা যেমন হয়েছে, পাশাপাশি গ্রন্থরচনাও হয়েছে প্রচুর। মানুষ সেগুলো বেশ গুরুত্বের সাথেই পড়েছে এবং বিভিন্ন তর্ক-বিতর্কে অংশগ্রহণ করেছে।

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হলো—সে তুলনায় আমল-সংক্রান্ত রেফারেন্সভিত্তিক আলোচনা এবং গ্রন্থরচনা হয়েছে অনেক কম। অথচ আমল ঈমানের অপরিহার্য এক অংশ। বর্তমানে এমন গ্রন্থের সংখ্যা হাতেগোনা অল্পকিছু, যেখানে আমল নিয়ে কুরআন-হাদিসের রেফারেন্সযুক্ত আলোচনা করা হয়েছে, পরকালের পাথেয় অর্জনের উপায় নিয়ে বিস্তারিত দিকনির্দেশনা দেওয়া হয়েছে এবং আখিরাতের কঠিন স্তরগুলো পার হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় আমলের কথা বলা হয়েছে।

এই দুনিয়া হলো পরকালের ফসলি জমি। এখন কৃষক যদি আবহাওয়া, মেঘের উৎস ও বৃষ্টির পরিমাণ নিয়ে গবেষণা করেই সমগ্র জীবন কাটিয়ে দেয়; বৃষ্টি আসার আগে জমি প্রস্তুত না করে এবং বীজ না বুনে হাত গুটিয়ে বসে থাকে, তাহলে ভবিষ্যতে তার লাভ-লোকসান কেমন হবে সেটা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। তাই আমি আমার এই গ্রন্থটিতে গবেষণামূলক কোনো আলোচনা না করে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ও ফজিলতপূর্ণ আমলের দিকটাই বিশদভাবে আলোচনা করার চেষ্টা করেছি। মানুষের জীবন আমলমুখী করে তোলার উদ্দেশ্যে বাস্তব উপায় নিয়ে এই বইটিতে যেভাবে আলোচনা করেছি, আমার জানামতে এমনটি সচরাচর কোনো বইয়ে দেখতে পাইনি।

সাধারণত হাদিস ও আমলের গ্রন্থগুলোতে প্রথমে আমল বা কর্ম, এরপর তার ফলাফল বা প্রতিদান উল্লেখ করা হয়। অর্থাৎ প্রথমে একটি অধ্যায় বা পরিচ্ছেদের অধীনে একটি শিরোনামে আমলের কথা বলা হয়, এরপর দ্বিতীয় পর্যায়ে সে শিরোনামের অধীনে আমলের ফজিলত ও প্রতিদান-সংক্রান্ত হাদিসগুলো আনা হয়, কিন্তু বক্ষ্যমাণ এ গ্রন্থটিতে আমি পুরোপুরি এর উল্টো পদ্ধতি গ্রহণ করেছি; যেমনটি করেছি *আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের আমল* গ্রন্থে। পদ্ধতিটি হলো, প্রথমে ফলাফল বা প্রতিদান উল্লেখ করা, এরপর কর্ম বা শর্ত উল্লেখ করা। অর্থাৎ এ গ্রন্থে প্রথমে কোনো একটি প্রতিদান বা পুরস্কারের কথা বলা হবে, এরপর এমন আমলের কথা বলা হবে, যা করলে ওই প্রতিদান বা পুরস্কার পাওয়া যাবে।

উদাহরণস্বরূপ, এ বইতে প্রথমে এভাবে বলা হয়েছে—জান্নাতে যেভাবে নবিজির সান্নিধ্য পাবেন। এটা হলো ফলাফল বা প্রতিদান। এরপর কয়েক পাতাজুড়ে শুধু সেই সব আমলের দেখা মিলবে, যেগুলো অনুসরণ করলে আপনি আল্লাহর রাসুলের সঙ্গ লাভ করতে পারবেন। যেমন : নবিজিকে ভালোবাসা, তার দেখানো পথে চলা, অধিক পরিমাণে সিজদা করা, ইয়াতিম শিশুর দায়িত্ব নেওয়া ইত্যাদি। এগুলো হচ্ছে কর্ম বা শর্ত।

একইভাবে বলা হয়েছে—যেভাবে বিচার দিবসে সুপারিশকারী পাবেন। এটাও ফলাফল। এরপর কয়েক পাতাজুড়ে শুধু সেই সব আমলের দেখা মিলবে, যেগুলো অনুসরণ করলে আপনি কাল হাশরের ময়দানে আপনার জন্য সুপারিশকারী পাবেন। যেমন : কুরআন তিলাওয়াত করা, বেশি বেশি সুরা বাকারা পড়া, সিয়াম পালন করা ইত্যাদি। এগুলো হচ্ছে শর্ত।

আরও দেখতে পাবেন—যেভাবে নেকির পাল্লা ভারী করবেন। এটাও একটা ফলাফল। এরপর কয়েক পাতাজুড়ে শুধু সেই সব আমল নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে, যেগুলো অনুসরণ করলে আপনার নেকির পাল্লা ভারী হয়ে উঠবে। এগুলো হচ্ছে শর্ত।

এ গ্রন্থটিতে মোট ১৫টি পরিচ্ছেদ তৈরি করেছি। প্রতিটি পরিচ্ছেদে রয়েছে স্বতন্ত্র বিষয় ও পৃথক আলোচনা, যা প্রত্যেক মুমিন বান্দার জন্য মহান রবের নৈকট্য ও সন্তুষ্টি অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে, ইনশাআল্লাহ।

বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটি রচনা করতে গিয়ে আমি যেসব কাজ করেছি এবং যেসব পদ্ধতি অনুসরণ করেছি—

» প্রতিটি পরিচ্ছেদের শুরুতেই আমি একটি ছোট্ট ভূমিকা লিখে দিয়েছি, যা পুরো পরিচ্ছেদের আলোচ্য বিষয়কে স্পষ্ট করে তুলবে এবং বিষয় সম্বন্ধে পাঠককে সাধারণ একটি ধারণা দেবে। এরপর প্রতিটি আমলের পক্ষে কুরআন ও সুন্নাহ থেকে দলিল নিয়ে এসেছি। কুরআনের আয়াত দিয়ে দলিল পেশ করার ক্ষেত্রে প্রথমে মুফাসসিরদের বিভিন্ন তাফসিরগ্রন্থ অধ্যয়ন করে আয়াতের প্রাসঙ্গিকতা সম্বন্ধে নিশ্চিত হয়েছি, অনুরূপ হাদিসে নববি দিয়ে দলিল পেশ করার ক্ষেত্রেও হাদিসের ব্যাখ্যাগ্রন্থগুলোর সাহায্য নিয়ে দলিলের প্রাসঙ্গিকতা নিশ্চিত করেছি।

» এরপর প্রতিটি দলিলের সংক্ষিপ্ত ও প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা উল্লেখ করেছি। খুব সংক্ষিপ্তও নয় যে, বুঝতে কষ্ট হবে। আবার এত দীর্ঘও নয় যে, পড়তে বিরক্তি ধরে যাবে। পাশাপাশি দলিলগুলো পরিচ্ছেদের শিরোনামের সাথে কতটা প্রাসঙ্গিক ও সম্পৃক্ত, জায়গায় জায়গায় সেটারও ব্যাখ্যা করেছি। তবে এসব দলিলের আলোচনায় মতভেদপূর্ণ বিভিন্ন ফিকহি মাসআলা ও মতানৈক্যপূর্ণ আকিদার বিষয়াদি পরিহার করেছি।

» কিছু অনুচ্ছেদে প্রাসঙ্গিক কিছু জইফ বা এমন হাদিস উল্লেখ করেছি, যেগুলো সহিহ হওয়ার ব্যাপারে দ্বিমত রয়েছে। এসব উল্লেখ করার উদ্দেশ্য হলো, পাঠক যাতে এই হাদিসগুলোর ব্যাপারে সচেতন ও সতর্ক থাকে, সেই সাথে প্রতিটি অধ্যায় যাতে আরও বৈচিত্র্যময় এবং সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে।

আমি দাবি করছি না, গ্রন্থ রচনার ক্ষেত্রে যে ধারা ও আঙ্গিক অনুসরণ করেছি, একমাত্র আমিই এই ধারার উদ্ভাবক। এর আগে কিছু বইয়ে ও বক্তৃতায় সামান্য কিছু অংশে সীমিত পরিসরে এই ধারা অনুসরণ করা হয়েছে বটে; কিন্তু সাধারণ মানুষ ও তালিবে ইলমের মাঝে প্রচলিত যে বিখ্যাত গ্রন্থগুলো সচরাচর দেখা যায়, সেসব গ্রন্থে একমাত্র আমলের দিকটা বিশেষভাবে গুরুত্ব প্রদানের পাশাপাশি এই ধারার অনুসরণ করা হয়েছে এমন কোনো গ্রন্থ আমার চোখে পড়েনি।

তবে এ কথাও আমি সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করছি যে, নতুন কোনো কিছু সংযোজন করার লক্ষ্য নিয়ে আমি এ গ্রন্থ রচনা করতে বসিনি; বরং আল্লাহ তাআলার নিকট আমার এটাই আশা ও প্রার্থনা, তিনি যেন আমার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে কবুল করেন এবং এ বইটিকে জনসাধারণের মধ্যে সমাদৃত করেন, উম্মাহকে এ বইটির মাধ্যমে উপকৃত করেন এবং বিচার দিবসে এ গ্রন্থটিকে আমার নাজাতের অসিলা বানিয়ে দেন, আমিন।



প্রথম পরিচ্ছেদ

যেভাবে নবিজির সুপারিশ পাবেন

‘হে আল্লাহ, আমার উম্মত! হে আল্লাহ, আমার উম্মত!’ কথাগুলো হাশরের ময়দানে দাঁড়িয়ে বলবেন সকল মানুষের নেতা প্রিয় নবি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। কিয়ামত দিবসে প্রথমে তিনি আরশের নিকটবর্তী হয়ে দীর্ঘ সিজদায় পড়ে থাকবেন। সিজদায় থাকাবস্থায় আল্লাহ তাআলা তাঁর হাবিবের অন্তরে এমন প্রশংসাবাণী উদিত করবেন, যা তিনি এর আগে কারও বেলায় করেননি। তারপর নবিজি আল্লাহ তাআলার শানে সেই স্তুতিবাণীগুলো পাঠ করবেন। তখন তাকে বলা হবে, আপনি প্রার্থনা করুন, আপনার আকাঙ্ক্ষিত বস্তু আপনাকে দেওয়া হবে। আপনি সুপারিশ করুন, আপনার সুপারিশ গৃহীত হবে।[১]

হে প্রিয় নবি, হে মহান নেতা, আপনার ওপর সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক! উম্মতের জন্য আপনার কত চিন্তা, কতই না দরদ! আল্লাহ তাআলা আপনাকে চাইতে বললে, আপনাকে সুপারিশ করার অনুমতি দিলে আপনি সর্বপ্রথম যা বলবেন তা হলো—‘আমার উম্মত, আমার উম্মত!’ আপনি নিজের চিন্তা করে ‘ইয়া নাফসি, ইয়া নাফসি’ বলবেন না। অথচ সেদিন সবাই নিজেকে নিয়েই পেরেশান থাকবে; এমনকি অন্যান্য নবি-রাসুল পর্যন্ত নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থাকবেন। কিন্তু আপনি হবেন সবার থেকে ব্যতিক্রম, আপনি হবেন অন্যদের থেকে স্বতন্ত্র। আল্লাহ তাআলা

---

[১] *সহিহুল বুখারি* : ৭৫১৪; *সহিহ মুসলিম* : ১৯৩

সকল নবি-রাসুলকে একটি বিশেষ দুআ কবুলের ওয়াদা করেছেন, সবাই দুনিয়াতে থাকতেই সে দুআ করে ফেলেছেন, কিন্তু আপনি সেই দুআটুকু দুনিয়াতে নিজের জন্য ব্যবহার না করে সযত্নে রেখে দিয়েছেন আখিরাতে যেন আপনি কিয়ামতের দিন সে দুআর অসিলায় উম্মতের জন্য সুপারিশের আবেদন করতে পারেন। আহ, এই উম্মতের জন্য আপনার হৃদয়ে কতই না দয়া ও মমতা! এই উম্মতের জন্য আপনার অন্তরে কতই না ভালোবাসা ও ব্যাকুলতা! চিন্তা করে কোনো কূল-কিনারা খুঁজে পাই না, কতটুকু দয়ামায়া ও স্নেহ-মমতা দিয়ে আল্লাহ তাআলা আপনার হৃদয়খানি সৃষ্টি করেছেন!

এটা হচ্ছে সেই সুপারিশ, আর তা কত সম্মান ও মর্যাদার! আল্লাহ তাআলা আপনাকে এ মহাসম্মান দান করেছেন; যেমনটি আল্লাহ বলেছেন—

يَوْمَئِذٍ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا ﴿١٠٩﴾

দয়াময় যাকে অনুমতি দেবেন এবং যার কথায় তিনি সন্তুষ্ট হবেন, সে ছাড়া কারও সুপারিশ সেদিন কোনো কাজে আসবে না।[১]

নিশ্চয়ই দয়াময় আল্লাহ তাআলা আপনাকে সুপারিশ করার অনুমতি দিয়ে রেখেছেন এবং তিনি আপনার কাজে সন্তুষ্ট হয়েছেন। সেদিন সেই সফল হবে, যার ভাগ্যে আপনার সুপারিশ নসিব হবে।

হে আল্লাহ, হে মহান সেই সত্তা, যিনি পবিত্র কুরআনে বলেছেন—

قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا...﴿٤٤﴾

বলুন, সকল সুপারিশ তো একমাত্র আল্লাহরই এখতিয়ারভুক্ত।[২]

হে আমাদের রব, আপনার সমীপে আমাদের প্রার্থনা, দয়া করে আপনি আমাদেরকে ওই সকল সৌভাগ্যবান ব্যক্তির অন্তর্ভুক্ত করুন, যারা আপনার প্রিয় বন্ধু মুহাম্মাদ

[১] সুরা ত-হা, আয়াত : ১০৯

[২] সুরা যুমার, আয়াত : ৪৪

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুপারিশ লাভ করে ধন্য হবে।

আল্লাহ তাআলা নবিজিকে সুপারিশ করার অধিকার দিয়ে রেখেছেন যেন হাশরের ময়দানে সকল উম্মত দেখতে পায়, নবিজি সবার চেয়ে শ্রেষ্ঠ এবং সবচেয়ে বেশি মর্যাদাবান। তিনি নিজের ব্যাপারে সংবাদ দিয়ে বলেন, 'আমি হাশরের ময়দানে আদম-সন্তানদের সরদার হব। বিচার দিবসে সর্বপ্রথম আমার কবরই উন্মোচিত করা হবে। আমিই সর্বপ্রথম সুপারিশকারী এবং আমার সুপারিশই সর্বপ্রথম গৃহীত হবে। আর এগুলো অহংকারের কোনো বিষয় নয়।'[১]

হাশরের ময়দানে নবিজির যত সুপারিশ

১. শাফাআতে কুবরা বা বড় সুপারিশ

৫০ হাজার বছরের সমতুল্য কিয়ামত দিবসে সকল মানুষ দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করতে করতে যখন ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত হয়ে পড়বে তখন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সকল উম্মতের হিসাব শুরু করার জন্য আল্লাহ তাআলার কাছে সুপারিশ করবেন। তার এই সুপারিশ হবে আগে-পরের সমস্ত উম্মতের সকল নারী-পুরুষ, ছোট-বড়, মুসলিম-কাফির নির্বিশেষে সবার জন্য। এটাকে বলা হয় শাফাআতে কুবরা বা বড় সুপারিশ।

২. জান্নাতে প্রবেশকারীদের জন্য সুপারিশ

কিয়ামতের দিন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জান্নাতবাসীদের জান্নাতে প্রবেশের জন্য সুপারিশ করবেন। কেননা, তিনি না আসা পর্যন্ত অন্য কারও জন্য জান্নাতের দরজা খোলা হবে না, ফলে তার আগে কেউ জান্নাতে প্রবেশও করতে পারবে না। নবিজি এলে তবেই জান্নাতের দরজা খোলা হবে এবং তার পরে অন্য লোকেরা জান্নাতে প্রবেশ করার অনুমতি পাবে। হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'কিয়ামত দিবসে আমি জান্নাতের তোরণে এসে দরজা খোলার অনুমতি চাইব। তখন দ্বাররক্ষী বলবে, আপনি কে? আমি উত্তরে বলব, আমার নাম মুহাম্মাদ। দ্বাররক্ষী বলবে, আমাকে আদেশ করা হয়েছে,

---

[১] *সহিহ মুসলিম* : ২২৭৮; *সুনানু আবি দাউদ* : ৪৬৭৩; *মুসনাদু আহমাদ* : ১০৯৭২; *মুসান্নাফু ইবনি আবি শাইবা* : ৩১৭২৮; *আস-সুনানুল কুবরা*, বাইহাকি : ১৭৭১৩

আপনার আগে যেন আর কারও জন্য এই দরজা না খুলি।'[১]

৩. জাহান্নাম থেকে বের করার সুপারিশ

হাশরের ময়দানে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ তাআলার কাছে সুপারিশ করে কিছু মানুষকে জাহান্নাম থেকে বের করে আনবেন। যেমনটা হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, নবিজি বলেন, মুহাম্মাদের সুপারিশে একদল লোককে জাহান্নাম থেকে বের করে আনা হবে এবং তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে। (জান্নাতে প্রবেশ করলেও সেখানে) তাদেরকে 'জাহান্নামি'[২] বলে সম্বোধন করা হবে।[৩]

সম্ভবত এরা কবিরা গুনাহকারী, যাদের জন্য সুপারিশ করা হবে। কারণ, হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, নবিজি বলেন, 'আমার শাফাআত বা সুপারিশ (প্রযোজ্য) হবে আমার উম্মতের কবিরা গুনাহকারীদের জন্য।'[৪]

৪. আবু তালিবের জন্য নবিজির সুপারিশ

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দাওয়াত ও ইসলাম প্রচারের কাজে সাহায্য-সহযোগিতা করার কারণে তিনি হাশরের ময়দানে চাচা আবু তালিবের জন্য সুপারিশ করবেন, যাতে আল্লাহ তাআলা তার শাস্তিকে কিছুটা লাঘব করে দেন। হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, নবিজি বলেন, 'আমি আশা করি, বিচার দিবসে আমার সুপারিশ তার কাজে আসবে। সুতরাং (আমার সুপারিশের কারণে তার শাস্তি লাঘব করে) তাকে আগুনের হালকা স্তরে তাকে ফেলা হবে, যা তার পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত পৌঁছবে আর এতে তার মগজ ফুটতে থাকবে।'[৫]

---

[১] *সহিহ মুসলিম* : ১৯৭; *মুস্তাখরাজু আবি আওয়ানা* : ৪১৮; *মুসনাদু আহমাদ* : ১২৩৯৭

[২] পরে তারা আল্লাহ তাআলার কাছে তাদের 'জাহান্নামি' না ডাকার জন্য সুপারিশ করবে। আল্লাহ তাদের সুপারিশ কবুল করবেন। ঘোষণা করা হবে তাদের যেন 'উতাকুল্লাহ' বলে ডাকা হয়। ফলে তাদের কপাল থেকে জাহান্নামি তকমাটা চিরতরে মুছে যাবে। [*মুসনাদু ইমাম আবি হানিফা* : ১২৪; *মুসনাদু আবদুবনু হুসাইন* : ৮৬১; *আত-তাওহিদ*, ইবনু খুযাইমা, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৬৮৯]

[৩] *সহিহুল বুখারি* : ৬৫৬৬; *সুনানু আবি দাউদ* : ৪৭৪০; *জামিউত তিরমিযি* : ২৬০০; *সুনানু ইবনি মাজাহ* : ৪৩১৫; *মুসনাদু আহমাদ* : ১৯৮৯৭

[৪] *সুনানু আবি দাউদ* : ৪৭৩৯; *জামিউত তিরমিযি* : ২৪৩৫; *মুস্তাদরাকুল হাকিম* : ২২৮, ২২৯, ২৩০; হাদিসটি সহিহ।

[৫] *সহিহুল বুখারি* : ৩৮৮৫, ৬৫৬৪; *সহিহ মুসলিম* : ২১০; *মুসনাদু আহমাদ* : ১১০৫৮

৫. মুমিনদের জন্য বিশেষ সুপারিশ

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাশরের ময়দানে মুমিনদের জন্য সুপারিশ বিশেষভাবে করবেন, যেন তাদের সকল গুনাহ ও ভুল-ত্রুটি ক্ষমা করে দিয়ে তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হয় এবং সেখানে তাদের সম্মান-মর্যাদা বৃদ্ধি করা হয়। মুমিনদের জন্য এই সুপারিশই হলো আমাদের এই অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয়।

এই বিশেষ সুপারিশ লাভের দুটি পূর্বশর্ত রয়েছে। যথা—

ক. খালিস তাওহিদ বা আল্লাহ তাআলার একত্ববাদে নির্ভেজাল বিশ্বাস। যেমনটা নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ লাভে সবচেয়ে সৌভাগ্যবান হবে সেই ব্যক্তি, যে একনিষ্ঠ চিত্তে—لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ—লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ (আল্লাহ ব্যতীত প্রকৃত কোনো ইলাহ নেই) বলে।'[১]

সুতরাং নির্ভেজাল তাওহিদ অর্জন করা ছাড়া নবিজির সুপারিশ কাজে আসবে না।

খ. যার ব্যাপারে সুপারিশ করা হচ্ছে, তার ওপর আল্লাহ তাআলা সন্তুষ্ট থাকতে হবে। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন—

...وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى...﴿٢٨﴾

আর তারা শুধু তাদের জন্যই সুপারিশ করবে, যাদের প্রতি তিনি সন্তুষ্ট।[২]

আপনি কি এটা পছন্দ করেন, কিয়ামতের দিন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আপনার জন্য সুপারিশ করুন?

আপনি কি চান যে, বিচার দিবসে নবিজির সুপারিশ লাভের মাধ্যমে আপনার গুনাহসমূহ মাফ করে দেওয়া হোক এবং জান্নাতে আপনার সম্মান ও মর্যাদা উন্নত হোক?

---

[১] *সহিহুল বুখারি* : ৯৯, ৬৫৭০; *মুস্তাদরাকুল হাকিম* : ২৩৩; *সহিহু ইবনি হিব্বান* : ৬৪৬৬; *মুসনাদু আহমাদ* : ৮৮৫৮, ১০৭১৩

[২] সুরা আম্বিয়া, আয়াত : ২৮

আপনি কি এমন আমলের কথা জানতে আগ্রহী নন, যা করলে আপনি কিয়ামতের দিন নবিজির সুপারিশ পেয়ে ধন্য হবেন?

পাঁচটি এমন আমলের কথা আপনাকে জানাব, আপনি যদি এর একটিও করতে পারেন, তাহলে কিয়ামতের দিন আপনি নবিজির সুপারিশ লাভ করতে সক্ষম হবেন, ইনশাআল্লাহ। আসুন, জেনে নিই আমলগুলো কী কী—

১. বেশি বেশি দরুদ পাঠ করা

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'যে ব্যক্তি সবচেয়ে বেশি দরুদ পাঠ করবে, হাশরের ময়দানে সে ব্যক্তি আমার সবচেয়ে বেশি কাছে থাকবে।'[১]

যেদিন ভয়ে আমাদের অন্তরাত্মা কেঁপে উঠবে, সেদিন কে না চায় নবিজির কাছে থাকতে? একটু ভেবে দেখুন তো, যদি নবিজি এ কথাটি বলতেন, 'কিয়ামতের দিন আমার সবচেয়ে বেশি কাছে থাকবে আমার স্ত্রীগণ, আমার পরিবার-পরিজন এবং আমার সাহাবিরা।'—তাহলে বিষয়টি কেমন দাঁড়াত? তখন কি আমাদের পক্ষে নবিজির সান্নিধ্য লাভ করা সম্ভব হতো? এজন্যই তিনি বলেছেন, 'আমার প্রতি বেশি বেশি দরুদ পড়ো, তাহলেই তুমি আমার সান্নিধ্য পাবে।'

'আমার সবচেয়ে বেশি কাছে থাকবে'—নবিজি এই কথাটি দ্বারা বুঝিয়েছেন আমরা যেন তার সান্নিধ্য লাভের জন্য প্রতিযোগিতায় নেমে যাই। আমাদের প্রতিযোগিতার বিষয় কী? বেশি বেশি দান করা, বেশি বেশি নফল সালাত আদায় করা, বেশি বেশি সিয়াম পালন করা, অনেক পরিশ্রমের কোনো ইবাদত করা? না, এসব কিছুই না, কেবল সামান্য মুখের কিছু আমল, যা তেমন কষ্টকর কোনো কিছু না। সেরেফ কিছু শব্দ উচ্চারণ করা, এর বেশি কিছু না। এই শব্দগুলো যেন বরকতের বিচারে বিশাল বিস্তৃত গাছের মতো। কেবল কয়টা শব্দ পাঠ করলেই আমরা নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুপারিশ লাভ করতে সক্ষম হব। তাই পাঠ করতে থাকুন—

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ

আল্ল-হুম্মা স্বল্লি ওয়াসাল্লিম 'আলা-নাবিয়্যিনা- মুহাম্মাদ।

---

[১] *জামিউত তিরমিযি* : ৪৮৪; *সহিহু ইবনি হিব্বান* : ৯১১; *মুসনাদু আবি ইয়ালা* : ৫০১১; *মুসান্নাফু ইবনি আবি শাইবা* : ৭১৭৮৭; *শুআবুল ঈমান* : ১৪৬২; হাদিসটি হাসান।

অর্থ : হে আল্লাহ, আপনি দরুদ ও সালাম বর্ষণ করুন আমাদের প্রিয় নবি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর।

দৈনন্দিন জীবনে আপনি যদি দরুদ পাঠকে জীবনের অংশ বানিয়ে ফেলতে পারেন, তাহলে আপনি আখিরাতে নবিজির সান্নিধ্য এবং তার সুপারিশ লাভ করতে সক্ষম হবেন। এছাড়া আপনি পাবেন এই দুনিয়ার জীবনেও অগ্রিম সুসংবাদ। আপনি যদি নবিজির প্রতি প্রতিদিন দরুদ পাঠ করতে পারেন, তাহলে আল্লাহ তাআলা আপনার বক্ষ প্রশস্ত করে দেবেন, আপনার মনের সকল দুঃখ, ব্যথা ও যন্ত্রণা দূর করে দেবেন এবং আপনার সব প্রয়োজন পূরণ করবেন, সর্বোপরি আল্লাহ তাআলা আপনার দুআ কবুল করবেন।

২. বেশি বেশি নফল সালাত পড়া

নবিজির একজন খাদিম থেকে বর্ণিত, তিনি বর্ণনা করেন, 'রাসুলুল্লাহ প্রায়ই তার খাদিমকে জিজ্ঞেস করতেন, তোমার কি কিছু লাগবে?' আর খাদিম বলত, 'ইয়া রাসুলাল্লাহ, আমার কিছু লাগবে না।' কিন্তু একদিন সেই খাদিম নবিজির প্রশ্নে বলে উঠল, 'হ্যাঁ নবিজি, আমার একটা জিনিস লাগবে।' নবিজি জানতে চাইলেন, 'বলো তোমার কী লাগবে?' সে উত্তর দিলো, 'আপনার একটু সুপারিশ লাগবে। হাশরের ময়দানে আমার জন্য আল্লাহর তাআলার কাছে একটু সুপারিশ করবেন।' নবিজি তার এই কথা শুনে জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার এই সুপারিশ চাওয়ার বিষয়টি কে তোমাকে বলে দিয়েছে?' খাদিম উত্তরে বলল, 'আমার রব।' তখন নবিজি বললেন, 'যদি তুমি আসলেই আমার সুপারিশ চেয়ে থাকো, তাহলে বেশি বেশি সিজদা করো। এতে তুমি আমার সুপারিশ লাভের উপযুক্ত হবে।'[১]

তাই যারা শাফাআত বা সুপারিশ লাভ করতে চান, তারা বেশি বেশি নফল সালাত আদায় করুন, অধিক পরিমাণে সিজদা দিন। সিজদায় আল্লাহ তাআলাকে আপনার মনের কষ্টের কথা, আপনার চাওয়া-কামনার কথা জানান। আর এই সামান্য আমলের বদৌলতে লাভ করুন জান্নাতের চিরসুখ এবং অর্জন করুন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শাফাআত।

---

[১] *মুসনাদু আহমাদ* : ১৬০৭৬; *আল-মুজামুল কাবির*, তাবারানি, খণ্ড : ২০, পৃষ্ঠা : ৩৬৫, হাদিস : ৮৫১; *মারিফাতুস সাহাবা*, আবু নুআইম : ৬১৭৬; *আল-মাতালিবুল আলিয়া* : ৫৭৩; হাদিসটি সহিহ।

সিজদা দিন আর আল্লাহর নিকটবর্তী হোন। ফরজ সালাতের আগে ও পরের সুন্নাত সালাতগুলো আদায় করে জান্নাতে নিজের জন্য বাড়ি বানান। চাশতের সালাত দিনের শেষভাগের অনিষ্ট থেকে হিফাজত করে থাকে, তাই চাশতের সালাত আদায় করুন। তাহাজ্জুদের সালাত আল্লাহ তাআলার নৈকট্য লাভ করতে সাহায্য করে এবং সেসময় সাধারণত দুআ কবুল হয়, তাই নিয়মিত তাহাজ্জুদের সালাত আদায়ের চেষ্টা করুন। অধিক পরিমাণে নফল সালাত পড়ুন আর আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করুন। বেশি বেশি সিজদা দিন আর নবিজির সুপারিশ লাভ করুন, হাশরের ময়দানে হিসাব কমান এবং আখিরাতের শাস্তি থেকে বাঁচুন।

উপকারিতা

নবিজির বাণী, 'তাহলে বেশি বেশি সিজদা দিয়ে আমাকে সাহায্য করো।' এখানে 'সিজদা' হলো যেকোনো নফল সালাত, সেটা তাহাজ্জুদের সালাত হতে পারে, চাশতের সালাত হতে পারে, তাহিয়াতুল মসজিদ বা মসজিদে প্রবেশের সালাত হতে পারে, তাহিয়াতুল ওজু বা ওজুর সালাতও হতে পারে। অনেক সময় সালাতকে 'সিজদা' ও 'রুকু' বলে অভিহিত করা হয়ে থাকে, কারণ রুকু ও সিজদা সালাতের খুবই গুরুত্বপূর্ণ অংশ। তাই সালাতকে কখনো-সখনো এই রুকনগুলোর নাম দিয়ে বোঝানো হয়। যেমন, আল্লাহ তাআলা মারইয়াম আলাইহাস সালামকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন; কুরআনের ভাষায়—

يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

হে মারইয়াম, তোমার রবের অনুগত হও এবং সিজদা করো আর রুকুকারীদের সাথে রুকু করো।[১]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'তোমাদের কেউ যখন কোনো কাজ করার ইচ্ছা করে, তখন সে যেন দুই রাকাত নফল সালাত আদায় করে নেয়।'[২]

---

[১] সুরা আলি-ইমরান, আয়াত : ৪৩

[২] *সহিহুল বুখারি* : ৭৩৯০; *সুনানু আবি দাউদ* : ১৫৩৮; *জামিউত তিরমিযি* : ৪৮০; *সুনানুন নাসায়ি* : ৩২৫৩; *সুনানু ইবনি মাজাহ* : ১৩৮৩

৩. আল্লাহর কাছে নবিজির জন্য 'অসিলা' চাওয়া

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'তোমরা আমার জন্য আল্লাহ তাআলার কাছে অসিলা প্রার্থনা করো। কেননা, কোনো বান্দা যদি আমার জন্য অসিলা প্রার্থনা করে, তাহলে কিয়ামতের দিন তার পক্ষে আমি সাক্ষী হব অথবা তার জন্য সুপারিশকারী হব।'[১]

আরেক বর্ণনায় নবিজি বলেন, 'তোমরা আল্লাহ তাআলার কাছে আমার জন্য অসিলা প্রার্থনা করো। কেননা, অসিলা হলো জান্নাতের একটি বিশেষ মর্যাদার আসন। আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে কেবল একজনই এর উপযুক্ত হবে। আর আমি (আল্লাহ তাআলার কাছে) আশা করি, আমিই হব সেই বান্দা। সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার কাছে আমার জন্য অসিলা প্রার্থনা করবে তার জন্যে (আমার) শাফাআত অপরিহার্য হয়ে যাবে।'[২]

اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ، وَالصَّلَاةِ القَائِمَةِ آتِ مُحَمَّدًا الوَسِيلَةَ وَالفَضِيلَةَ، وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ

আল্ল-হুম্মা রব্বা হা-যিহিদ দা'ওয়াতিত্ তা-ম্মাহ, ওয়াস্ব স্বলা-তিল ক্ব-ইমাহ। আ-তি মুহাম্মাদানিল ওয়াসীলাতা ওয়াল ফাদ্বীলাহ, ওয়াব্'আছ্হু মাক্ব-মাম মাহমূদা নিল্লাযী ওয়া 'আত্তাহ

অর্থ : হে আল্লাহ, এই পরিপূর্ণ আহ্বান ও প্রতিষ্ঠিত সালাতের মালিক, আপনি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অসিলা ও মর্যাদা দান করুন এবং তাকে সেই মাকামে মাহমুদে (প্রশংসিত স্থানে) পৌঁছে দিন, যার অঙ্গীকার আপনি করেছেন।

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'যে ব্যক্তি আজান শুনে এই দুআ পাঠ করবে, কিয়ামতের দিন সে আমার শাফাআত লাভের উপযুক্ত হবে।'[৩]

---

[১] *আল-মুজামুল আওসাত*, তাবারানি : ৬৩৩; *মুসান্নাফু ইবনি আবি শাইবা* : ২৯৫৯০; *ফাযলুস সালাত আলান্নাবি*, জাহযামি : ৪৮; *মুজামু ইবনিল আরাবি* : ২০৮০; হাদিসটি হাসান।

[২] *সহিহ মুসলিম* : ৩৮৪; *সুনানু আবি দাউদ* : ৫২৩; *জামিউত তিরমিযি* : ৩৬১৪; *সুনানুন নাসায়ি* : ৬৭৮

[৩] *সহিহুল বুখারি* : ৬১৪, ৪৭১৯; *সুনানু আবি দাউদ* : ৫২৯; *জামিউত তিরমিযি* : ২১১; *সুনানুন নাসায়ি* : ৬৮০; *সুনানু ইবনি মাজাহ* : ৭২২

এই হাদিস দুটোর মাঝে এত শোভা ও সুঘ্রাণ আছে যে, আমি পাঠকদের সামনে উপস্থিত না করে পারছি না—

১. রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের সঙ্গে তার আত্মিক সম্পর্ক ধরে রাখার জন্য কতই না আগ্রহী ছিলেন! এমনকি মৃত্যুর পরেও তিনি তার উম্মতের সাথে সে সম্পর্ক ধরে রাখতে চেয়েছেন। এজন্য তিনি আমাদেরকে তার প্রতি দরুদ পাঠ করার নির্দেশ দিয়েছেন এবং তার জন্য আল্লাহ তাআলার কাছে দুআ করার কথাও বলেছেন। এই হাদিসটিতে আমরা লক্ষ করি, তিনি আমাদেরকে তার জন্য অসিলা প্রার্থনা করার কথা বলেছেন। অথচ তিনি নিজেও তো আল্লাহ তাআলার কাছে অসিলা প্রার্থনা করতে পারতেন এবং আল্লাহ তার প্রার্থনা কবুল করতেন। কারণ নবিজি ছিলেন মুস্তাজাবুদ দাওয়াহ। অর্থাৎ তিনি যা দুআ করতেন তা-ই কবুল হয়ে যেত। তারপরও নবিজি চেয়েছেন আমরা যেন তার জন্য প্রার্থনা করি। এই হাদিসে মূলত নবিজির চিরাচরিত আদব প্রকাশ পেয়েছে এবং এভাবে বলার মধ্য দিয়ে তিনি সর্বোত্তম পন্থা অনুসরণ করেছেন।

২. তিনি কেবল জান্নাত চাইতে আমাদেরকে উদ্বুদ্ধ করেননি; বরং সেই সঙ্গে তিনি উচ্চ মনোবল ও উচ্চাকাঙ্ক্ষার শিক্ষাও দিয়েছেন। এই হাদিসে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজে সেই অসিলা পেতে চাচ্ছেন, যা পুরো সৃষ্টিকুলের মধ্যে একজন মাত্র বান্দাই লাভ করবে। এতে নবিজির মর্যাদা ও বিশেষত্ব অর্জনের জন্য উচ্চাকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পেয়েছে।

৩. নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে বিনয়ী ও বিনম্র হওয়ার শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি সমগ্র মানবজাতির নেতা এবং আল্লাহ তাআলার সবচেয়ে প্রিয় বান্দা। তাই তার প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়ার কারণে আমাদের দুআ ও দরুদের প্রয়োজন তার নেই। তবু তিনি তার সাহাবি, অনুসারী ও উম্মতের কাছে নিজের জন্য দুআ কামনা করেছেন। এতে বোঝা যায়, নবিজি কতটা মহান! কতটা বিনয়ী! তার ওপর আল্লাহ তাআলার দয়া ও অনুগ্রহ বর্ষিত হোক।

৪. নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজে আমাদেরকে সুপারিশ লাভের উপায় বাতলে দিয়েছেন। কারণ তিনি জানেন হাশরের ময়দানে ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি হবে। তিনি আমাদের প্রতি দয়াপরবশ হয়ে সুপারিশ লাভ করার জন্য আমাদেরকে উৎসাহ দিয়েছেন। তিনি চান না যে, আমরা সেদিন তার থেকে দূরে থাকি এবং

অপদস্থ হই। তাই আপনি যদি নবিজির জন্য অসিলার দুআ করেন, তিনি আপনার জন্য সুপারিশ করবেনই। এবার ভেবে দেখুন তো, কে কার প্রতি বেশি মুখাপেক্ষী? আমার দুআ নবিজির বেশি দরকার? নাকি তার সুপারিশ আমারই বেশি দরকার?

৫. অনেক আলিম 'অসিলা'-এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, এটা জান্নাতুল ফিরদাউসের ওপরে এমন একটি জায়গা, যা কেবল একজন বান্দার জন্যই বরাদ্দ করা হয়েছে। আবার অনেকে এভাবে ব্যাখ্যা করেছেন, এটা মূলত মর্যাদাগত অবস্থান ও বিশেষ পদমর্যাদা। কেউ বলেছেন, এটি হলো সুপারিশ করার অধিকার। কেউ বলেছেন, এটি হলো আল্লাহ তাআলার বিশেষ নৈকট্য। 'অসিলা'-এর ব্যাখ্যা যা-ই হোক না কেন, এটা অর্জন করার ব্যাপারে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চেয়ে অধিক যোগ্যতাসম্পন্ন আর কে আছে? বস্তুত তিনিই সবচেয়ে বেশি উপযুক্ত ও সর্বাধিক হকদার।

৪. মদিনায় বসবাস করা

যুবাইর রাযিয়াল্লাহু আনহুর আজাদকৃত দাস ইউহান্নিস রাহিমাহুল্লাহ বর্ণনা করেন, 'আমি ফিতনার জামানায়[১] আব্দুল্লাহ ইবনু উমার রাযিয়াল্লাহু আনহুর কাছে বসে ছিলাম। তার এক আজাদকৃত দাসী তাকে সালাম দিয়ে বলল, হে আবু আব্দির রহমান, আমি (মদিনা থেকে) চলে যেতে চাচ্ছি। কারণ আমরা এখানে খুব কঠিন সময় পার করছি। আব্দুল্লাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু তাকে বললেন, বোকা মেয়ে কোথাকার, বসো! আমি নবিজিকে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি মদিনার দুঃখ-কষ্ট ও বিপদাপদে ধৈর্যধারণ (করে কোথাও চলে না গিয়ে মদিনাতেই অবস্থান) করবে, আমি কিয়ামতের দিন তার পক্ষে সাক্ষী হব অথবা তার শাফাআতকারী হব।'[২]

যখন আপনার বিমান মদিনার মাটি স্পর্শ করে, যখন আপনি মদিনার মাটিতে পা রাখেন, যখন মদিনার বাতাসে বুক ভরে দম নেন, যখন আপনি মানসিক ও আত্মিক প্রশান্তি লাভ করেন, তখন এই মদিনাওয়ালাকে ভালোবেসে দরুদ পাঠ করুন।

---

[১] ফিতনার জামানা বলতে এখানে ইয়াযিদ ইবনু মুআবিয়ার শাসনামলকে (৬০-৬৪ হিজরি) বোঝানো হয়েছে। তার সময়েই হিররার যুদ্ধসহ মুসলিমদের মধ্যে আত্মকলহ ভয়ংকর রূপ ধারণ করে, শহিদ হয় উম্মাহর শ্রেষ্ঠ মানুষজন। [*আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, খণ্ড : ৯, পৃষ্ঠা : ২৪৪]

[২] *সহিহ মুসলিম* : ১৩৭৭; *জামিউত তিরমিযি* : ৩৯১৮; *মুসনাদু আবি ইয়ালা* : ৫৭৯০; *মুসনাদু আহমাদ* : ৫৯৩৫, ৬১৭৪; *আস-সুনানুল কুবরা*, নাসায়ি : ৪২৬৭

তখন আপনি বলুন, আল্লাহ কতই না মহান ও পবিত্র, যিনি এই শহরে মনের শান্তি ও প্রশান্তি রেখেছেন; যেন গোটা শহরে এক অপার্থিব স্নিগ্ধতা ও অপার কোমলতা বিরাজ করছে! মদিনা শহর মানসিক ও আত্মিকভাবে যারা বিপর্যস্ত তাদের আশ্রয়স্থান। মনোচিকিৎসকরা রোগীদের মানসিক অস্থিরতা দূর করার জন্য এবং মেজাজ-মর্জি ঠিক করার জন্য মদিনায় সফর করার পরামর্শ দেন।

আল্লাহ তাআলা মদিনাকে আলোকিত করেছেন। এটা রাসুলের শহর, এটা হিজরতের ভূমি, এটা নুর ও আলোর নগরী। মদিনা শহরটির কতই না সৌভাগ্য, যার পবিত্র মাটিতে শুয়ে আছেন আল্লাহর প্রিয় হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! এই পবিত্র নগরীতেই এক সময় বসতি স্থাপন করেছেন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষটি। এই গর্বিত শহরেরই কোনো এক জায়গায় ছিল আমাদের প্রিয় নবিজির মজলিস। এ আলোকিত নগরীর মাটিতেই তিনি সিজদা দিয়েছেন। এর সোনার ভূমিতেই তিনি হেঁটে বেড়িয়েছেন। যারা আল্লাহর প্রিয় হাবিবের প্রতিবেশী হয়ে থাকতে চায়, যারা তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলতে চায়, তাদের তনু-মনে কি কখনো এই শহরের কষ্ট-দুর্দশা অনুভূত হতে পারে? আসলে প্রত্যেক রাসুলপ্রেমীই চায়, এ পবিত্র শহরে আজীবন কাটিয়ে দিতে। শত দুঃখ-কষ্ট আর বালা-মসিবত সহ্য করে হলেও তারা এখানে বসবাস করতে সদাপ্রস্তুত।

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন, আগামীতে বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন শহর-অঞ্চল আমাদের দখলে আসবে। সেখানকার জীবনযাত্রার মান হবে খুবই উন্নত। তখন মদিনা ছেড়ে বহু মানুষ সেসব অঞ্চলে চলে যাবে। তাদের ব্যাপারে তিনি নসিহত করে বলেছেন, যদি তারা মদিনায় থেকে যেত তাহলে অনেক ভালো হতো।

নবিজি বলেন, 'ইয়েমেন বিজিত হবে, তখন একদল লোক নিজেদের সওয়ারি তাড়িয়ে পরিবার-পরিজন এবং অনুগত লোকদেরকে সাথে নিয়ে (ইয়েমেনে) চলে যাবে। অথচ মদিনাই ছিল তাদের জন্য উত্তম, যদি তারা জানত। সিরিয়া বিজিত হবে, তখন একদল লোক নিজেদের সওয়ারি তাড়িয়ে পরিবার-পরিজন এবং অনুগত লোকদেরকে সাথে নিয়ে (সিরিয়ায় চলে) যাবে। অথচ মদিনাই ছিল তাদের জন্য উত্তম, যদি তারা জানত। ইরাক বিজিত হবে, তখন একদল লোক নিজেদের সওয়ারি তাড়িয়ে পরিবার-পরিজন এবং অনুগত লোকদেরকে সাথে নিয়ে

(ইরাকে) চলে যাবে। অথচ মদিনাই ছিল তাদের জন্য উত্তম, যদি তারা জানত।'[১]

যারা আজ মদিনায় নবিজির সান্নিধ্যে থাকতে পারছেন, তাদের এই আবাস কতই না সুন্দর! তাদের জন্য নবিজির দুআ আছে আর আখিরাতে আছে তাঁর সুপারিশ এবং বিশাল সাওয়াব।

৫. মদিনায় মৃত্যুবরণ করা

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'কেউ যদি মদিনাতে (অবস্থান করে সেখানে) মৃত্যুবরণ করতে সক্ষম হয়, তাহলে সে যেন সেখানেই মৃত্যুবরণ করে। কারণ, যে ব্যক্তি সেখানে মৃত্যুবরণ করবে আমি তার জন্য সুপারিশ করব।'[২]

উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু নবিজির এই কথার মর্ম সবচেয়ে ভালোভাবে বুঝেছিলেন, তাই তিনি সবসময় দুআ করতেন, আল্লাহ তাআলা যেন তাকে মদিনায় শাহাদাত দান করেন। এতে একসঙ্গে দুটি মর্যাদা লাভ করা যাবে—শাহাদাতবরণ এবং নবিজির সুপারিশ। তিনি এভাবে দুআ করতেন—

اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي شَهَادَةً فِي سَبِيلِكَ، وَاجْعَلْ مَوْتِي فِي بَلَدِ رَسُولِكَ

আল্ল-হুম্মার্‌যুক্‌নী শাহা-দাতাং ফী সাবীলিক, ওয়াজ্‌'আল মাওতী ফী বালাদি রসূলিক।

অর্থ : হে আল্লাহ, আপনি আমাকে আপনার রাস্তায় শাহাদাতবরণের তাওফিক দান করুন এবং আপনার রাসুলের শহরে আমার মৃত্যু দান করুন।[৩]

তবে এখানে একটি প্রশ্ন সৃষ্টি হয় যে, আমরা যদি হাদিসে থাকা 'কেউ যদি মদিনাতে মৃত্যুবরণ করতে সক্ষম হয়'—এই কথাটির দিকে লক্ষ করি তাহলে আপাত দৃষ্টিতে বিষয়টিকে অদ্ভুত মনে হতে পারে। কেননা, মৃত্যু তো আমাদের নিয়ন্ত্রণাধীন নয়, চাইলেই আমরা যেখানে ইচ্ছা যখন ইচ্ছা মৃত্যুবরণ করতে পারি

---

[১] *সহিহুল বুখারি* : ১৮৭৫; *সহিহ মুসলিম* : ১৩৮৮; *সহিহু ইবনি হিব্বান* : ৬৬৭৩; *আস-সুনানুল কুবরা*, নাসায়ি : ৪২৪৯, ৪২৫০; *মুসনাদু আহমাদ* : ২১৯১৪, ২১৯১৫

[২] *জামিউত তিরমিযি* : ৩৯১৭; *সুনানু ইবনি মাজাহ* : ৩১১২; *সহিহু ইবনি হিব্বান* : ৩৭৪১; *মুসনাদু আহমাদ* : ৫৪৩৭, ৫৮১৮; *শুআবুল ঈমান* : ৩৮৮৭, ৩৮৮৮; হাদিসটি সহিহ।

[৩] *সহিহুল বুখারি* : ১৮৯০

না। তাহলে এ হাদিসটির অর্থ কী? মুহাদ্দিসগণ এই হাদিসটির ব্যাখ্যা দিয়েছেন তাদের গ্রন্থে।

প্রখ্যাত হাদিস ব্যাখ্যাকার আল্লামা মুনাবি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'কেউ যদি মদিনাতে মৃত্যুবরণ করতে সক্ষম হয়'—এ কথাটি দ্বারা বোঝানো হয়েছে, মদিনায় অবস্থান করতে যে সক্ষম হয়, সে যেন আমৃত্যু সেখানেই বসবাস করে, মদিনা থেকে কখনো বের হয়ে যেন অন্যত্র চলে না যায়। এ হাদিসে মূলত মদিনায় স্থায়ীভাবে বসবাস করার প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে, যেন স্বাভাবিকভাবে তার এখানেই মৃত্যু হয়।'[১]

বিখ্যাত হাদিস ব্যাখ্যাকার আল্লামা তিবি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'হাদিসটিতে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদিনায় মৃত্যুবরণ করার নির্দেশ দিয়েছেন; অথচ মৃত্যু মানুষের ইচ্ছাধীন বা নিয়ন্ত্রণাধীন কোনো বিষয় নয়, এটার নিয়ন্ত্রণ তো একমাত্র আল্লাহ তাআলার কাছে। তার এ নির্দেশের ব্যাখ্যা হলো, তিনি এটা বলে মূলত মদিনাকে আঁকড়ে ধরে থাকা এবং সেখানেই স্থায়ীভাবে বসবাস করার নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি একথা বলে বুঝিয়েছেন, মদিনায় বসবাসকারী কেউ যেন এ শহর থেকে একেবারে বিদায় নিয়ে চলে না যায়। তাই সে যখন মদিনায় স্থায়ীভাবে বসবাস করবে তখন স্বাভাবিকভাবে তার মৃত্যু এখানেই হবে বলে আশা করা যায়। এ হাদিসে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মূলত মুসাব্বাব (ফলাফল) বলে সবব (কারণ) বুঝিয়েছেন।'[২]

মদিনার বাসিন্দা না হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ তাআলার অগণিত বান্দা সেখানে সফররত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছেন। বস্তুত এটি আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে এক বিশেষ দয়া ও অনুগ্রহ, আর তাঁর অনুগ্রহের পরিমাণ অনন্ত-অসীম।

যে হাদিসগুলো সহিহ নয়

১. নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'কেউ যদি তার কোনো মুসলিম ভাইয়ের কোনো প্রয়োজন পূরণ করে, তাহলে আমি তার আমল ওজন করার সময় তার দাঁড়িপাল্লার কাছে থাকব। যদি তার নেক আমলের পাল্লা ভারী হয় তাহলে তো

---

[১] *ফাইজুল কাদির*, মুনাবি, খণ্ড : ৬, পৃষ্ঠা : ৫৩, হাদিস : ১০৯৫৯

[২] *মিরআতুল মাফাতিহ*, মুবারকপুরি, খণ্ড : ৯, পৃষ্ঠা : ৫৪৯; *মিশকাতুল মাসাবিহ* : ২৭৭৫

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

জান্নাতে যেভাবে বাড়ি বানাবেন

কীভাবে আপনি জান্নাতের একটি প্রাসাদ লাভ করতে পারবেন? কীভাবে আপনি আপনার পরকালীন ক্যারিয়ার নিশ্চিত করবেন?

এই পৃথিবীর সামান্য প্রাসাদ দেখলেই আমরা হতবাক হয়ে যাই, আমাদের দৃষ্টি বিভ্রমের স্বীকার হয়। এই পৃথিবীর প্রাসাদ দেখে যদি আমাদের এই অবস্থা হয়, তাহলে পরকালে জান্নাতের প্রাসাদ দেখলে আমাদের কেমন লাগবে? এগুলো তো মানুষের জন্য মানুষ সৃষ্টি করেছে। মাটির মানুষ আরেক মাটির মানুষের জন্য মাটির তৈরি উপাদান দিয়ে ঘর নির্মাণ করেছে। মানুষের নির্মিত শিল্পকারুকার্যই যদি আমাদের মন ও প্রাণকে অভিভূত করে ফেলে, তাহলে সারাবিশ্বের স্রষ্টা যখন মানুষের জন্য প্রাসাদ নির্মাণ করে তাকে দান করবেন, সেই প্রাসাদ দেখে আমাদের তখন কেমন লাগবে, তা কি কখনো ভেবেছি আমরা?

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের বহু রাজকীয় বালাখানা ও প্রাসাদে যাওয়ার সুযোগ হয়েছে আমার। সেই সব সুরম্য প্রাসাদ এতটাই আড়ম্বর ও জাঁকজমকপূর্ণ যে, মানুষ সেগুলো দেখে বিস্মিত না হয়ে পারে না। প্রাসাদ যে কখনো এতটা সুন্দর হতে পারে, মানুষ তা চোখে না দেখলে বিশ্বাসই করতে পারবে না। এই প্রাসাদগুলোর মধ্যে একটা প্রাসাদের কথা বলব, যেটা নির্মাণ করেছেন তুরস্কের সুলতান আব্দুল মাজিদ। ১৮৫৬ খ্রিষ্টাব্দে নির্মিত এই রাজকীয় প্রাসাদ নির্মাণ করতে সময় লাগে ১৩ বছর।

নির্মাণব্যয় ছিল তৎকালীন উসমানি ৫ মিলিয়ন স্বর্ণমুদ্রা; অর্থাৎ এখনকার বিচারে প্রায় ৩৫ টন নিখাদ স্বর্ণ। এই বিশাল ভবনের ছাদ প্রলেপ দিতে ১৪ টন স্বর্ণ এবং ৪০ টন রুপা ব্যবহার করা হয়।

বিশাল বড় রাজকীয় এক প্রাসাদ এটি। এতে আছে বৃহদাকার কেদারা, পালং, সিংহাসন, ঝাড়বাতি এবং কারুকাজ ও নকশা-সহ আরও কত কী, যা আমাদের মতো সাধারণ মানুষদের জন্য কল্পনাতীত! আমি এই প্রাসাদের ভেতর দিয়ে হাঁটছিলাম আর মনে মনে ভাবছিলাম, এই যদি হয় পৃথিবীর রাজা-বাদশাদের ভবন ও প্রাসাদ, যা এই দুনিয়ার সামান্য উপাদান দিয়ে মানুষের জন্য মানুষই তৈরি করেছে, তাহলে আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রিয় বান্দাদের জন্য যে প্রাসাদ নির্মাণ করবেন, যে প্রাসাদ তাদেরকে দান করবেন, সেটা কেমন হবে?

আল্লাহ তাআলা বলেন—

فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٧﴾

কেউই জানে না তার জন্য তার কৃতকর্মের বিনিময়স্বরূপ নয়নাভিরাম কী (পুরস্কার) লুকিয়ে রাখা হয়েছে![১]

এই দুনিয়ার প্রাসাদ যত সুন্দর ও মনোরমই হোক না কেন, যত অসাধারণই হোক না কেন তার নকশা, ডিজাইন এবং কারুকাজ, যত ধরনের সুযোগ-সুবিধা ও বিলাসসামগ্রীই থাকুক না কেন, তবুও জান্নাতের প্রাসাদের সঙ্গে দুনিয়ার রাজপ্রাসাদের কোনো দিক থেকেই তুলনা হবে না। জান্নাতের সেই প্রাসাদ ও বালাখানার ভিত্তি স্বয়ং আল্লাহ তাআলা স্থাপন করেছেন এবং তাঁর সম্মানিত ফেরেশতাগণ সেটি নির্মাণ করেছেন। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের কাছে জান্নাতের প্রাসাদের বর্ণনা দিয়েছেন, তিনি বলেন, 'জান্নাত নির্মাণ করা হয়েছে সোনা-রুপার ইট দিয়ে। একটি ইট রুপার, তারপর আরেকটি ইট সোনার, এভাবে গাঁথা হয়েছে। এর গাঁথুনির উপকরণ বা প্রলেপ হলো সুগন্ধযুক্ত মৃগনাভি, এর বালি-পাথর হলো মণি-মুক্তা আর এর মাটি হলো জাফরান। এই জান্নাতে যে প্রবেশ করবে সে অত্যন্ত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে থাকবে, কখনো দুখী ও দুর্দশাগ্রস্ত হবে না। সে অনন্তকাল এতে

[১] সুরা সাজদা, আয়াত : ১৬-১৭

অবস্থান করবে। না তার গায়ের পোশাক কখনো পুরোনো হবে আর না তার যৌবন কখনো ফুরিয়ে যাবে।'[১]

দুনিয়ায় যারা জান্নাতি প্রাসাদের সুসংবাদ পেয়েছেন

ফিরাউনের স্ত্রী আসিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহা

মিশরের তৎকালীন রানি এবং (আধুনিক পরিভাষা অনুসারে) সেকালের ফার্স্ট লেডি। তিনি বাস করতেন পৃথিবীর অন্যতম সুরম্য ও অনিন্দ্য সুন্দর প্রাসাদে। সেখানে তাকে ঘিরে ছিল শত শত সেবক-সেবিকা এবং তার হাতের নাগালে ছিল পৃথিবীর সবচেয়ে উন্নত ভোগ-বিলাসের ব্যবস্থা। কিন্তু তিনি এমন রাজকীয় বিলাসী পরিবেশে থেকেও এক আল্লাহ তাআলার পরিচয় পেয়ে তাঁর ওপর বিশ্বাস স্থাপন করেন। ফিরাউনের প্রাসাদে বসেও তাকে অস্বীকার করার মতো ঈমানি সাহস দেখান এবং তার প্রবল প্রতাপ ও ক্ষমতাকে অবজ্ঞা করে অসীম সাহসিকতার পরিচয় দেন। আবু হুরাইরা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, ফিরাউন তার হাতে-পায়ে চারটি পেরেক গেঁথে তাকে নির্মম শাস্তি দেয়। যখন নির্যাতনকারীরা তার কাছ থেকে দূরে সরে যেত, তখন ফেরেশতারা তাকে ছায়া দান করতে আসতেন। আসিয়া তখন দুআ করেছিলেন, 'হে আমার রব, আপনি আমার জন্য জান্নাতে একটি প্রাসাদ নির্মাণ করুন আর আমাকে ফিরাউন ও তার (অন্যায়) কাজকর্ম থেকে মুক্তি দিন। সেই সাথে আমাকে সমস্ত জালিম সম্প্রদায় থেকে হিফাজত করুন।' এ দুআ করার পর আল্লাহ তাআলা তার সামনে তার জন্য নির্মিত জান্নাতের প্রাসাদের দৃশ্য তুলে ধরেন।[২]

আল্লাহ তাআলা তার মাধ্যমে সকল মুমিন ও মুসলিমের উদাহরণ দিয়ে দিয়েছেন। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿١١﴾

[১] *জামিউত তিরমিযি* : ২৫২৬; *সহিহু ইবনি হিব্বান* : ৭৩৮৭; *মুসনাদু আহমাদ* : ৮০৪৩, ৯৭৪৪; *সুনানুদ দারিমি* : ২৮৬৩; *আল-মুজামুল আওসাত*, তাবারানি : ৭১১১; হাদিসটি সহিহ।

[২] *মুসনাদু আবি ইয়ালা* : ৬৪৩১; *মাতালিবুল আলিয়া* : ৩৭৬২; *ইতহাফুল খিয়ারাতিল মাহারাহ* : ৬৭৩৮; হাদিসটি মাওকুফ হিসেবে সহিহ সনদে বর্ণিত।

আল্লাহ মুমিনদের জন্য উদাহরণ দিচ্ছেন ফিরআউনের স্ত্রীর; সে বলেছিল, 'হে আমার রব, আপনার নিকট জান্নাতে আমার জন্য একটি বাড়ি নির্মাণ করুন, আমাকে ফিরআউন ও তার অপকর্ম থেকে মুক্তি দিন এবং আমাকে উদ্ধার করুন জালিম সম্প্রদায়ের হাত থেকে।'[১]

উম্মুল মুমিনিন খাদিজা রাযিয়াল্লাহু আনহা

আরেক মহিয়সী নারী খাদিজা রাযিয়াল্লাহু আনহা। তিনি ছিলেন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রিয়তমা ও শ্রেষ্ঠতম জীবনসঙ্গিনী। আবু হুরাইরা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, 'একবার জিবরিল আলাইহিস সালাম নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে হাজির হয়ে বললেন, হে আল্লাহর রাসুল, ওই যে খাদিজা একটি পাত্র হাতে নিয়ে আসছেন। ওই পাত্রে তরকারি বা খাবার-পানীয় আছে। যখন তিনি পৌঁছবেন, তাকে তার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে এবং আমার পক্ষ থেকেও সালাম জানাবেন, তাকে জান্নাতের এমন একটি প্রাসাদের খোশখবর শোনাবেন, যার ভেতরের অংশ ফাঁকা মোতি দিয়ে তৈরি করা হয়েছে। সেখানে থাকবে না কোনো ধরনের শোরগোল কিংবা কোনো দুঃখ-ক্লেশ।'[২]

উমার ইবনুল খাত্তাব রাযিয়াল্লাহু আনহু

আবু হুরাইরা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, 'একবার আমরা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে বসে ছিলাম। তখন তিনি বললেন, একদিন আমি ঘুমন্ত অবস্থায় স্বপ্নে নিজেকে জান্নাতে দেখতে পেলাম। হঠাৎ চোখে পড়ল, একটি প্রাসাদের পাশে একজন নারী ওজু করছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এ প্রাসাদটি কার? তারা (অর্থাৎ ফেরেশতারা) বলল, উমারের। তখন আমি তার আত্মমর্যাদাবোধের কথা মনে করে (প্রাসাদের ভেতর প্রবেশ না করে) ফিরে এলাম। তা শুনে উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু কেঁদে ফেললেন এবং বললেন, আমার বাবা-মা আপনার জন্য কুরবান হোক। হে আল্লাহর রাসুল, আপনার ব্যাপারেও কি আমি

---

[১] সুরা তাহরিম, আয়াত : ১১

[২] *সহিহুল বুখারি* : ৩৮২০, ৭৪৯৭; *সহিহ মুসলিম* : ২৪৩২; *সহিহু ইবনি হিব্বান* : ৭০০৯; *মুস্তাদরাকুল হাকিম* : ৪৮৫১; *মুসনাদু আহমাদ* : ৭১৫৬

আত্মমর্যাদাবোধ দেখাব?'[১]

দুনিয়ার জীবনে আপনার কি কখনো ইচ্ছে জেগেছে, অনিন্দ্য সুন্দর এক অট্টালিকা ও রাজপ্রাসাদে থাকতে, যার নকশা ও ডিজাইন হবে অনন্য এবং যার সামনে থাকবে সাজানো বাগান ও টলটলে স্বচ্ছ পানির নহর এবং উচ্ছল ফোয়ারা? আপনার কি কখনো এমন বাড়িতে বসবাস করতে মনে চেয়েছে, সেখানে আপনি আপনার পরিবার নিয়ে থাকবেন আজীবন, যেখানে কোনো দুঃখ, কষ্ট, ক্লেশ ও বিষাদ আপনাকে স্পর্শ করতে পারবে না? মন চাইতেই পারে, এতে দোষের কিছু নেই; এটা আপনার জন্য অবশ্যই মুবাহ ও বৈধ। কিন্তু মূল প্রশ্ন হলো—

আপনি কি নিজের জন্য কখনো জান্নাতে প্রাসাদ নির্মাণ বা সুরম্য অট্টালিকা কেনার কথা চিন্তা করেছেন?

আপনি কি নিজের জন্য কখনো জান্নাতের উর্বর জমিতে আপনার প্লট বুকিং দেওয়ার পরিকল্পনা করেছেন?

আপনি কি স্ত্রী-সন্তান ও পরিবার-পরিজন ও নিজের ভবিষ্যতের জন্য জান্নাতে কোনো সঞ্চয় করে রেখেছেন?

এমন ১৫টি আমল আছে, যদি আপনি তার একটি আমলও করতে পারেন, তাহলে আল্লাহ তাআলা আপনার জন্য এই আমলের বিনিময়ে জান্নাতে একটি বাড়ি নির্মাণ করবেন এবং আপনাকে সেই বাড়ির মালিক বানিয়ে দেবেন। আসুন, জেনে নিই আমলগুলো কী কী—

১. মসজিদ নির্মাণ করা

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে মসজিদ নির্মাণ করে, আল্লাহ তাআলা তার জন্য জান্নাতে অনুরূপ একটি ঘর তৈরি করেন।'[২]

---

[১] *সহিহুল বুখারি* : ৩২৪২, ৩৬৮০, ৫২২৭, ৭০২৩, ৭০২৫; *সহিহ মুসলিম* : ২৩৯৫; *সুনানু ইবনি মাজাহ* : ১০৭; *সহিহু ইবনি হিব্বান* : ৫২৬৭

[২] *সহিহুল বুখারি* : ৪৫০; *সহিহ মুসলিম* : ৫৩৩; *জামিউত তিরমিযি* : ৩১৮; *সুনানু ইবনি মাজাহ* : ৭৬৩; *সহিহু ইবনি হিব্বান* : ১৬০৯; *মুসনাদু আহমাদ* : ৫০৬

অন্য বর্ণনায় এসেছে, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে মসজিদ নির্মাণ করে, আল্লাহ তাআলা তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর নির্মাণ করেন।'[১]

আরেক হাদিসে এসেছে, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'যে ব্যক্তি মসজিদ নির্মাণ করে; যদিও তা মেঠো মুরগির ডিম পাড়ার গর্ত পরিমাণ জায়গায় হয়, আল্লাহ তাআলা এর বিনিময়ে তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর বানিয়ে দেবেন।'[২]

আল্লাহ তাআলা তার আমল অনুযায়ী তাকে পুরস্কৃত করবেন। আর তিনি যখন দান করেন, তখন হিসাব ও গণনার দিকে যান না, তিনি বেহিসাব দান করেন। আল্লাহ তাআলা মসজিদ-নির্মাণকারী বান্দাকে এত বেশি পরিমাণ দান করার কারণ হলো, মসজিদ পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে পবিত্র ও আল্লাহ তাআলার কাছে সবচেয়ে প্রিয় ঘর। এখান থেকে হিদায়াতের আলো বিচ্ছুরণ ঘটতে থাকে। এখানে সর্বদা ঈমানের পিদিম জ্বলতে থাকে। দিনে ৫ বার 'আল্লাহু আকবার' উচ্চারিত হয় এই মসজিদ থেকে। এখানে মানুষ দ্বীনের সঠিক শিক্ষা এবং আল্লাহ তাআলার পরিচয় লাভ করার জন্য একত্র হয়, এখানে তাদের মধ্যে কেবল আল্লাহ তাআলার জন্যই ভালোবাসা ও মুহাব্বাতের সৃষ্টি হয়। তাই কেউ যদি আল্লাহ তাআলার জন্য মসজিদ

---

[১] *সহিহ মুসলিম* : ৫৩৩; *সহিহু ইবনি খুযাইমা* : ১২৯১; *আস-সুনানুল কুবরা,* বাইহাকি : ১১৯৩২; *মুজামু ইবনিল আরাবি* : ২১৩৯

[২] *সহিহু ইবনি হিব্বান* : ১৬১০, ১৬১১; *সহিহু ইবনি খুযাইমা* : ১২৯২; *মুসনাদু আহমাদ* : ২১৫৭; *মুসনাদুল বাযযার* : ৪০১৭; *মুসান্নাফু ইবনি আবি শাইবা* : ১৩৫৬; হাদিসটি সহিহ।

হাদিসে 'মেঠো মুরগির ডিম পাড়ার গর্ত পরিমাণ জায়গায় হয়' কথাটি বলা হয়েছে মুবালাগা বা জোরদানের উদ্দেশ্যে। অর্থাৎ মসজিদ নির্মাণের জন্য বিশাল জায়গা বা উন্নত নির্মাণ-স্থাপনার দরকার নেই, সামান্য এক টুকরো জমি হলেই যথেষ্ট। সামান্য বোঝানোর জন্যই এখানে 'ডিম পাড়ার গর্ত পরিমাণ জায়গা' কথাটি বলা হয়েছে। নয়তো মসজিদ হওয়ার জন্য কমপক্ষে এতটুকু পরিমাণ জমি থাকা জরুরি, যেখানে জামাতে সালাত আদায় করা যায়। এটার অর্থ এটাও হতে পারে যে, কিছু মানুষ মিলে অল্প অল্প করে জমি দিয়ে বা টাকা জমিয়ে জমি কিনে মসজিদ করল, আর প্রত্যেকের ভাগে মুরগির ডিম পাড়ার গর্ত পরিমাণ জমির মূল্যই পড়ল। সে হিসেবে এটা হাকিকি বা বাস্তবিক অর্থে বলা হয়েছে। অথবা এটাও হতে পারে যে, মসজিদের জায়গা আগে থেকেই ছিল, কেবল মুরগির ডিম পাড়ার গর্ত পরিমাণ সামান্য একটু জমির দরকার ছিল। এরপর সে নিজের জমি থেকে বা অর্থ দিয়ে সেই সামান্য পরিমাণ জমি কিনে মসজিদের জন্য ওয়াকফ করে দিলো। এটাও তার প্রকৃত অর্থই বোঝায়। অর্থ যেটাই করা হোক, এ হাদিসের মূল উদ্দেশ্য হলো, সামান্য পরিমাণ জমিতে ক্ষুদ্র পরিসরে হলেও একটি মসজিদ নির্মাণ করা। [*মিসবাহুয যুজাজাহ শারহু সুনানি ইবনি মাজাহ,* সুয়ুতি, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৫৪]

নির্মাণের কাজে নিজের সাধ্য অনুসারে অংশগ্রহণ করে, তাহলে আল্লাহ তাআলা তার জন্য জান্নাতে এরকম একটি প্রাসাদ নির্মাণ করে দেবেন।

এমনকি যদি কেউ একেবারে সাধারণ মানের মসজিদ নির্মাণ করে থাকে, একদম সাদামাটা, খড়পাতা দিয়ে ছাওয়া, বাঁশ দিয়ে বানানো খুঁটি, তবুও আল্লাহ তাআলা তার এই দান কবুল করে নেবেন এবং এর বিনিময়ে তাকে জান্নাতে একটি ঘর নির্মাণ করে দেবেন। মসজিদ যেমনই হোক না কেন, এখানে যত বার 'সুবহানাল্লাহ', 'আল্লাহু আকবার' ও 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' পাঠ করা হবে, এখানে যত বার রুকু করা হবে, সিজদা করা হবে, জিকির করা হবে এবং আল্লাহ তাআলার কাছে দুআ করা হবে, সবগুলো আমলের সাওয়াব নির্মাণকারীও পেয়ে যাবেন। কারণ, তিনি এই মসজিদ নির্মাণের মাধ্যমে দ্বীনদার ও আল্লাহভীরু একটি জাতি গঠনে ভূমিকা রেখেছেন এবং সেই সাথে দ্বীনের একটি কেল্লা নির্মাণ করেছেন, যেখানে দ্বীন ও দ্বীনের বাহকগণ সুরক্ষিত থাকে। তাই ক্ষুদ্র হলেও, দুর্বল নির্মাণের হলেও আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির জন্য একটি মসজিদ নির্মাণ করুন, তাহলে আল্লাহ তাআলা আপনার জন্য জান্নাতে একটি প্রাসাদ নির্মাণ করবেন।

২. ১০ বার সুরা ইখলাস পাঠ করা

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'যে ব্যক্তি ১০ বার সুরা ইখলাস পাঠ করবে, আল্লাহ তাআলা তার জন্য জান্নাতে একটি প্রাসাদ নির্মাণ করে দেবেন।'[১]

মসজিদ নির্মাণের কাজে অংশগ্রহণ করা অনেকের পক্ষে সম্ভব না-ও হতে পারে। যারা দিনমজুরির কাজ করে, প্রতিদিনের খাবার সংগ্রহ করতে যাদের নাভিশ্বাস উঠে যায়, তাদের পক্ষে মসজিদের জন্য দান-সাদাকা করা সম্ভব নয়। তাদের জন্য প্রিয় নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সহজ একটি পথ বাতলে দিয়েছেন। আমরা এ যুগে ফ্ল্যাট কেনার জন্য কতশত টাকা ব্যয় করি, কিস্তি নিই, ঋণের বোঝা কাঁধে নিই, পরিবার নিয়ে স্বাধীনভাবে থাকার জন্য কত কষ্ট করি! কিন্তু জান্নাতে আল্লাহ তাআলা যে ফ্ল্যাট ও বাড়ি আমাদের জন্য তৈরি করে রেখেছেন সেটা অর্জন করার জন্য আমাদের ঋণ করতে হবে না, আবার কোনো কিস্তিও পরিশোধ করতে হবে না। কেবল ১০ বার সুরা ইখলাস পাঠ করতে পারলেই বিনামূল্যে জান্নাতে একটি

---

[১] *মুসনাদু আহমাদ* : ১৫৬১০; *আল-মুজামুল কাবির*, তাবারানি, খণ্ড : ২০, পৃষ্ঠা : ১৮৩, হাদিস : ৩৯৭; *আল-আমালুল ইয়াওমি ওয়াল লাইলাহ*, ইবনুস সুন্নি : ৬৯৩; হাদিসটি হাসান।

ফ্ল্যাট নিশ্চিত করতে পারবেন। মাত্র কয়েক মিনিটের ব্যাপার, তাই না?

[প্রশ্ন] প্রতি ১০ বার সুরা ইখলাস পাঠ করলে কি একটি করে প্রাসাদ লাভ করা যাবে, প্রতিবারেই কি একটি প্রাসাদ বাড়তে থাকবে আমলনামায়?

[উত্তর] হাদিসের দিকে তাকালে স্বাভাবিকভাবে এটাই বোঝা যায় যে, প্রতি ১০ বারে একটি করে প্রাসাদ আল্লাহ তাআলা দেবেন। অন্য একটি হাদিসে আছে, কারও মতে হাদিসটি সহিহ, আবার কারও মতে দুর্বল; নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'যে ব্যক্তি ১০ বার সুরা ইখলাস পাঠ করবে, তার জন্য জান্নাতে একটি প্রাসাদ নির্মাণ করা হবে। যে ব্যক্তি ২০ বার সুরা ইখলাস পাঠ করবে, তার জন্য জান্নাতে দুটি প্রাসাদ নির্মাণ করা হবে। আর যে ব্যক্তি ৩০ বার সুরা ইখলাস পাঠ করবে, তার জন্য জান্নাতে তিনটি প্রাসাদ নির্মাণ করা হবে।'[১]

৩. দৈনিক ১২ রাকাত সুন্নাতে মুয়াক্কাদা আদায় করা

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'যে ব্যক্তি দিনে ও রাতে মোট ১২ রাকাত (সুন্নাতে মুয়াক্কাদা) সালাত আদায় করবে তার বিনিময়ে জান্নাতে ওই ব্যক্তির জন্য একটি ঘর নির্মাণ করা হবে।'[২]

অন্য বর্ণনায় এসেছে, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'যে ব্যক্তি দিন-রাত মিলিয়ে ১২ রাকাত অর্থাৎ জুহরের ফরজ সালাতের আগে ৪ রাকাত এবং পরে ২ রাকাত, মাগরিবের ফরজ সালাতের পরে ২ রাকাত, ইশার ফরজ সালাতের পরে ২ রাকাত এবং ভোরে ফজরের ফরজ সালাতের পূর্বে ২ রাকাত সালাত আদায় করবে তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর তৈরি করা হবে।'[৩]

নিয়মিত সঞ্চয় করে যেমন আপনি দুনিয়াতে নিজের জন্য ঘর বানাতে পারেন, একইভাবে যদি নিয়মিত এই সালাত আদায় করেন তাহলে এর বিনিময়ে আল্লাহ

---

[১] *আল-মুজামুল আওসাত*, তাবারানি : ২৮১; *সুনানুদ দারিমি* : ৩৪৭২; হাদিসটি সহিহ, তবে মুরসাল।

[২] *সহিহ মুসলিম* : ৭২৮; *সুনানু আবি দাউদ* : ১২৫০; *সুনানুন নাসায়ি* : ১৭৯৬; *সুনানু ইবনি মাজাহ* : ১১৪১; *সহিহু ইবনি খুযাইমা* : ১১৮৫; *সুনানুদ দারিমি* : ১৪৭৮

[৩] *জামিউত তিরমিযি* : ৪১৫, *সুনানুন নাসায়ি* : ১৮০১, ১৮০২, ১৮০৩; *সহিহু ইবনি হিব্বান* : ২৪৫২; *মুস্তাদরাকুল হাকিম* : ১৭৭৩; *আল-মুজামুল আওসাত*, তাবারানি : ১১; হাদিসটি সহিহ।

তাআলা জান্নাতে আপানার জন্য একটি ঘর নির্মাণ করে দেবেন।

সুন্নাতে মুয়াক্কাদার এই সালাত কত চমৎকার একটি আমল! ফরজ সালাতে যে ঘাটতি, ত্রুটি ও ভুলভ্রান্তি আমাদের অগোচরে ঘটে যায় তা এই সালাতের মাধ্যমে পূরণ হয়ে যায়। কেউ যদি নিয়মিত এই সুন্নাতে মুয়াক্কাদার ১২ রাকাত সালাত আদায় করতে পারে, তাহলে সেটি তার জন্য আরও বড় বড় পুরস্কার অর্জনের মাধ্যম হয়ে দাঁড়ায়। এই সুন্নাত সালাতগুলোর ব্যাপারে নবিজি আমাদের উৎসাহ জুগিয়েছেন এবং জান্নাতে একটি বাড়ি লাভের পুরস্কার ঘোষণা করেছেন। আমরা অল্প মানুষই এই সালাতগুলো আদায় করি, আর অধিকাংশই তা আদায় করা থেকে গাফিল থাকি। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এই সুন্নাত সালাতগুলো আদায় করার মাধ্যমে জান্নাতে বাড়ি লাভ করার তাওফিক দিন।

৪. ঝগড়া ও বাগ্‌বিতণ্ডা থেকে দূরে থাকা

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'যে ব্যক্তি ন্যায়সংগত হওয়া সত্ত্বেও ঝগড়া পরিহার করবে, আমি তার জন্য জান্নাতের একটি ঘরের যিম্মাদার।'[১]

যদি দুই পক্ষের মধ্যে শান্তভাবে ও ধীরে-সুস্থে কথাবার্তা চলে, কেউ কাউকে দমানোর চেষ্টা না করে, তখন সেটা কথোপকথন।

আর যখন কথার উদ্দেশ্য থাকে কোনো কিছুর গঠনমূলক সমালোচনার মাধ্যমে ভুল বের করা, তাকে বলে পর্যালোচনা।

কিন্তু আলোচনা যদি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে, দুই পক্ষের উদ্দেশ্যই থাকে নিজেকে জাহির করা, অন্যের মতকে দমন করা, নিজের মতকে ওপরে রাখা, তখন সেটা আর কথোপকথন থাকে না, পরিণত হয় ঝগড়ায়।

তবে আলোচনা যখন আরও বেশি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে, যখন প্রত্যেকের উদ্দেশ্যই থাকে অপরকে খণ্ডন করা, কথার ভুল ধরা এবং কথাকে যেকোনো উপায়ে বন্ধ করে দেওয়া, সেই সঙ্গে আচরণে উগ্রতা ও হিংস্রতা লক্ষ করা যায়, সেটাকে বলা হয় বাগ্‌বিতণ্ডা।

---

[১] *সুনানু আবি দাউদ* : ৪৮০০; *আল-মুজামুল আওসাত*, তাবারানি : ৪৬৯৩; *শুআবুল ঈমান* : ৭৬৫৩; *কুনা ওয়াল-আসমা*, দুলাবি : ১৬৪৩; হাদিসটি হাসান।

যদি আপনার ক্ষেত্রে কখনো এমন ঘটে—আপনি আপনার বাবা, ছেলে, বস, আত্মীয়স্বজন, বন্ধু, পাড়া-প্রতিবেশী, স্ত্রী বা স্বামীর সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়—আওয়াজ উঁচু হয়ে যায়, চোখমুখ লাল হয়ে যায়, ভুরু কুঁচকে ওঠে, দু-পক্ষই যদি কথা বলার সময় নিজের মতকে প্রাধান্য দিতে যায়, সেসময় যদি আপনি নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করে চলমান এই তর্কে স্বেচ্ছায় পরাজয় বরণ করতে পারেন, তাহলে আল্লাহ তাআলা আপনাকে জান্নাতে একটি ঘর বানিয়ে দেবেন।

আপনার মনে হতে পারে, আমি তো সত্যের ওপর আছি, আর সে তো ভুলের ওপর আছে, তবুও কি আমি নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করে নেব এবং তাকে জিতিয়ে দেবো? হ্যাঁ, তবুও আপনি তাকে তর্কে জিতিয়ে দেবেন, কেবল সম্পর্ক ও আত্মীয়তা বজায় রাখার জন্য। এমন সময় বন্ধুত্ব ও ভালোবাসা ধরে রাখা নিজের মতকে প্রাধান্য দেওয়ার চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ। যখন আলোচনা উত্তপ্ত হয়ে ঝগড়া ও বিবাদে পরিণত হয়, তখন কেউ কারও মতকে সহজে গ্রহণ করতে চায় না, সেসময়টা কে সত্যের ওপর আছে আর কে মিথ্যের ওপর আছে, তার চেয়ে বেশি প্রাধান্য পায়, কে কাকে সহজে ঘায়েল করতে পারে এবং নিজেকে অপরের ওপর বিজয়ী করতে পারে। তখন আপনি সত্যের ওপর থাকলেও অপরকে বুঝিয়ে লাভ নেই। সে তখন সেই সত্যকে কোনোভাবেই গ্রহণ করবে না। তাই আপনার উচিত, এ অবস্থায় শুধু আল্লাহ তাআলার জন্য তখনকার মতো তর্কে হেরে যাওয়া। আপনি যদি এটি করতে পারেন, তাহলে আল্লাহ তাআলা আপনার জন্য জান্নাতে একটি ঘর বানিয়ে দেবেন।

একজন সৎ ও নেককার মানুষকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, তর্ক-বিতর্কের ব্যাপারে আপনার অভিমত কী? তখন তিনি বলেছিলেন, এতে পুরোনো বন্ধুত্ব নষ্ট হয় এবং সম্পর্কের বন্ধন ঢিলে হয়ে যায়।

৫. মিথ্যা কথা বর্জন করা

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'যে ব্যক্তি ন্যায়সংগত হওয়া সত্ত্বেও ঝগড়া পরিহার করবে, আমি তার জন্য জান্নাতের আঙিনায় একটি ঘরের যিম্মাদার। আর যে ব্যক্তি ঠাট্টার ছলেও মিথ্যা বলে না, আমি তার জন্য জান্নাতের মাঝখানে একটি ঘরের যিম্মাদার।'[১]

---

[১] *সুনানু আবি দাউদ* : ৪৮০০; *আল-মুজামুল আওসাত*, তাবারানি : ৪৬৯৩; *শুআবুল ঈমান* : ৭৬৫৩;

মিথ্যা কথার মারাত্মক দুর্গন্ধ আছে, ফেরেশতারা এই গন্ধের কারণে মিথ্যুকের কাছ থেকে দূরে সরে যান। একজন মিথ্যুকের মুখ সবচেয়ে বীভৎস ও দুর্গন্ধযুক্ত। যে ব্যক্তি মিথ্যা বলতে অভ্যস্ত, মিথ্যা কথা বলতে বলতে তার অবস্থা এমন হয় যে, আল্লাহ তাআলা তাকে মিথ্যুকদের কাতারে ফেলে দেন। তখন সে সমাজে দিনদিন আস্থা ও ভরসা হারাতে থাকে, মানুষ তার ওপর আস্থা রাখতে পারে না, তাকে সহজে বিশ্বাস করতে পারে না। যত দিন যায়, মানুষ তার কথা আর বিশ্বাস করতে চায় না। সে যদি কোনো প্রতিশ্রুতিও দেয়, মানুষ সেটাকে বিশ্বাস করে না। মানুষ তার সঙ্গে কোনো চুক্তি ও লেনদেন করতে আর আগ্রহী থাকে না।

মিথ্যার মাধ্যমে বাস্তবতা গোপন করা হয়ে থাকে। মানুষের হক ও অধিকার লুণ্ঠিত হয়। অপরাধী নির্দোষ হয়ে যায় আর নির্দোষ ব্যক্তি অপরাধী হয়ে যায়। বেঘোরে মানুষের প্রাণ যায়। দেশ ও জাতিকে ধোঁকা দেওয়া হয়। দেশে দেশে যুদ্ধের আগুন ছড়িয়ে পড়ে। মানুষের সম্পদ কেড়ে নেওয়া হয়। সম্মানিত ব্যক্তি অন্ধকার কারাগারের প্রকোষ্ঠে নিক্ষিপ্ত হয়। সর্বোপরি মানুষের সম্মান, মর্যাদা, মানবতা ও মনুষ্যত্ব বিসর্জিত হয়।

একজন বিদ্বান ব্যক্তি বলেন, তুমি যে আমার সঙ্গে মিথ্যা বলছ, সেটি আমাকে পীড়া দিচ্ছে না, তবে পীড়াদায়ক ব্যাপারটা হলো, আজকের পর থেকে তোমাকে আমি আর বিশ্বাস করতে পারব না।

আরেক জ্ঞানী ব্যক্তি বলেছেন, মিথ্যা বলার মধ্যে মানুষ নিজেকে এমন এক সমস্যায় ফেলে দেয় যে, সেখান থেকে নিজেকে উদ্ধার করতে তাকে আরও ২০টি মিথ্যা কথার আশ্রয় নিতে হয়।

৬. উত্তম আচরণ করা

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'যে ব্যক্তি ন্যায়সংগত হওয়া সত্ত্বেও ঝগড়া পরিহার করবে, আমি তার জন্য জান্নাতের আঙিনায় একটি ঘরের যিম্মাদার। আর যে ব্যক্তি ঠাট্টার ছলেও মিথ্যা বলে না, আমি তার জন্য জান্নাতের মাঝখানে একটি ঘরের যিম্মাদার আর যে ব্যক্তি তার চরিত্রকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করেছে, আমি

আল-কুনা ওয়াল-আসমা, দুলাবি : ১৬৪৩; হাদিসটি হাসান।

তার জন্য জান্নাতের সর্বোচ্চ স্থানে অবস্থিত একটি ঘরের যিম্মাদার।'[১]

আমাদের মধ্যে অনেকেই মনে করে, ইসলাম কেবল সালাত, সিয়াম, জিকির ও দুআর মতো শারীরিক কিছু ইবাদতের সমষ্টি। অথচ ব্যাপারটি এমন নয়। আমাদের ইসলাম ধর্মে সুন্দর ও উত্তম আখলাক অন্যতম স্তম্ভ; যদি কারও মধ্যে এই গুণটির ঘাটতি থাকে, তাহলে ঘাটতির পরিমাণ অনুসারে তার দ্বীন ও ধর্ম ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

মক্কাবাসী সকলের ইসলাম গ্রহণের কারণ ছিল মদিনার মুহাজির ও আনসার মুসলিমদের উত্তম চরিত্র।

সমরকন্দবাসীদের ইসলাম গ্রহণের কারণও ছিল মুসলিম ব্যবসায়ী ও দাঈদের উত্তম চরিত্র।

আবু সুফিয়ান রাযিয়াল্লাহু আনহুর ইসলাম গ্রহণের কারণও ছিল মুসলিমদের উত্তম চরিত্র।

এশিয়ার দেশগুলোতে ইসলাম ছড়িয়ে পড়ার কারণও ছিল মুসলিম ব্যবসায়ী, সুফি ও দাঈদের উত্তম চরিত্র।

তাই যে ব্যক্তি নিজের মধ্যে এই গুণটি ধারণ করতে পারবে, নিজের মধ্যে এই উত্তম চরিত্রের বীজ বপন করতে পারবে, সে নিজের জন্য জান্নাতে একটি ঘর সংরক্ষণ করে রাখতে পারবে।

৭. বিপদে 'আলহামদুলিল্লাহ' ও 'ইন্নালিল্লাহ' পাঠ করা

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'বান্দার যখন কোনো সন্তান মারা যায় তখন আল্লাহ তাআলা ফেরেশতাদের জিজ্ঞেস করেন, তোমরা কি আমার বান্দার সন্তানের রুহ ছিনিয়ে এনেছ? তারা বলেন, হ্যাঁ। আল্লাহ তাআলা পুনরায় জিজ্ঞেস করেন, তোমরা কি তার কলিজার টুকরাকে ছিনিয়ে এনেছ? তারা বলেন, হ্যাঁ। পুনরায় তিনি জিজ্ঞেস করেন, তখন আমার বান্দা কী বলেছে? তারা বলেন,

---

[১] *সুনানু আবি দাউদ* : ৪৮০০; *আল-মুজামুল আওসাত*, তাবারানি : ৪৬৯৩; *শুআবুল ঈমান* : ৭৬৫৩; *কুনা ওয়াল-আসমা*, দুলাবি : ১৬৪৩; হাদিসটি হাসান।

সে আলহামদুলিল্লাহ[১] এবং ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন[২] পাঠ করেছে। তখন আল্লাহ তাআলা বলেন, জান্নাতের মধ্যে আমার এই বান্দার জন্য একটি ঘর বানিয়ে ফেলো এবং তার নাম রাখো বাইতুল হামদ বা প্রশংসালয়।'[৩]

মানুষের জীবনে সেই মুহূর্তটি সবচেয়ে কষ্টের, সবচেয়ে বেদনার এবং তীব্র যন্ত্রণার, যখন তার আদরের সন্তান মারা যায়। প্রিয় সন্তানের হাসিমাখা মুখটি সে আর কখনো দেখতে পাবে না, তাকে আর স্পর্শ করতে পারবে না, তার মুখ থেকে আর আদুরে ডাক শুনতে পাবে না। প্রতিটি বাবা-মায়ের জীবনে এটা সবচেয়ে বড় বেদনাদায়ক ঘটনা। সেই মুহূর্তে যদি কোনো বান্দা কেবল আল্লাহ তাআলার জন্য ধৈর্য ধারণ করতে পারে, তার জন্য আল্লাহ তাআলা জান্নাতে ঘর তৈরি করে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

আমাদের সবসময়—'ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন'—এই দুআটির অর্থ মনে রাখা উচিত। আমাদের প্রিয় সন্তানেরা আমাদের হাতে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে আমানত। এই সন্তানের প্রকৃত মালিক আল্লাহ তাআলা। তিনি কিছুদিনের জন্য তাকে আমাদের হাতে সোপর্দ করেছেন। আজ হোক বা কাল, তাকে তার আসল মালিক আল্লাহ তাআলার কাছে অবশ্যই ফিরে যেতে হবে। তাই যারা সন্তান হারানোর তীব্র যাতনা নীরবে সয়ে যাচ্ছেন, যারা চোখের পানি ফেলতে ফেলতে কলিজার টুকরাকে মাটির বুকে শুইয়ে দিয়েছেন, দুশ্চিন্তা করবেন না, শোকাহত হবেন না। কারণ আপনার শিশুটি আপনার আগেই জান্নাতে প্রবেশ করে আপনাদের প্রাসাদে থাকছে, সেখানে সে বেশ আনন্দেই আছে। আর আল্লাহ তাআলা আপনাদের প্রশংসা পাঠ, ধৈর্য ধারণ এবং দুআ-পাঠের কারণে আপনাদের জন্য জান্নাতে ঘর বানিয়ে রেখেছেন।

৮. সালাতের কাতারে ফাঁকা স্থান পূরণ করা

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'যে ব্যক্তি কাতারের মাঝে (দাঁড়িয়ে) ফাঁকা স্থান পূরণ করে, আল্লাহ তাআলা এর বিনিময়ে তার একটি মর্যাদা বৃদ্ধি

---

[১] আল্লাহ তাআলার জন্যই সমস্ত প্রশংসা।

[২] নিশ্চয়ই আমরা কেবল আল্লাহর জন্য এবং নিশ্চয়ই আমরা কেবল তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তনকারী।

[৩] *জামিউত তিরমিযি* : ১০২১; *সহিহু ইবনি হিব্বান* : ২৯৪৮; *মুসনাদু আহমাদ* : ১৯৭২৫; *শুআবুল ঈমান* : ৯২৪৯, ৯২৫০; হাদিসটি হাসান।

করেন এবং তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর তৈরি করেন।'[১]

সালাতের কাতার অনেকটা যুদ্ধের ময়দানে মুজাহিদদের কাতারের মতো। যদি যুদ্ধের কাতারে কোনো ফাঁকফোকর থাকে কিংবা শ্রেণিবিন্যাস যদি সুসংহত না হয়, তাহলে শত্রুপক্ষ খুব সহজেই তাদেরকে ছত্রভঙ্গ করে দিতে পারে অথবা তাদের মধ্যে ঐক্য ও একতা নষ্ট করে দিতে পারে। সালাতের শত্রু হলো শয়তান। তাই সে যখন কাতারের মধ্যে কোনো ফাঁকফোকর ও অসংলগ্নতা দেখতে পায়, তখন সে ওই দিক দিয়ে অনুপ্রবেশ করে মুসল্লিদের সালাতে ব্যাঘাত ঘটানোর চেষ্টা করে। এ কারণে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সালাত শুরু করার আগে কাতার ঠিক করে নিতেন। তিনি বলতেন, 'তোমরা শয়তানের জন্য কাতারের মাঝখানে ফাঁকা জায়গা রেখে দিয়ো না।'[২]

এছাড়াও ফেরেশতারা আল্লাহ তাআলার সামনে যেভাবে দাঁড়ায় সেই ভঙ্গির সঙ্গে সালাতে কাতারে দাঁড়ানোর ভঙ্গির হুবহু মিল আছে। যেমন হাদিসে এসেছে, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'ফেরেশতারা যেভাবে তাদের প্রতিপালকের সামনে লাইন বেঁধে দাঁড়ায় তোমরা কি সেভাবে লাইন বাঁধবে না? আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসুল, কীভাবে ফেরেশতারা তাদের রবের সামনে কাতারবন্দি হন? তিনি বললেন, তারা প্রথম লাইন (আগে) পূরণ করে এবং পরস্পরের সাথে মিলে দাঁড়ায়।'[৩]

আপনি মসজিদে দেরি করে যাওয়ার পর যদি কাতারের মধ্যে কোনো জায়গা ফাঁকা দেখতে পান অথবা যদি দেখেন, কেউ কোনো প্রয়োজনবশত সালাত শেষ করার আগেই চলে গেছে এবং তার জায়গাটা ফাঁকা পড়ে আছে, তখন আপনি সেই জায়গাটা পূরণ করার চেষ্টা করবেন, আর মনে মনে ভাববেন, আল্লাহ তাআলা এর বিনিময়ে আপনার জন্য জান্নাতে একটি বাড়ি বানিয়ে দিয়েছেন।

---

[১] *আল-মুজামুল আওসাত*, তাবারানি : ৫৭৯৭; *আল-জামি*, ইবনু ওয়াহাব : ৪০৫; *আত-তারগিব ওয়াত-তারহিব*, আসবাহানি : ২০০৯; *মাজমাউয যাওয়ায়িদ* : ২৫০২; হাদিসটি হাসান।

[২] *সুনানু আবি দাউদ* : ৬৬৬; *মুসনাদু আহমাদ* : ৫৭২৪; *আস-সুনানুল কুবরা*, বাইহাকি : ৫১৮৬; *মুসনাদুশ শামিয়িন* : ১৯৫৮; *কুনা ওয়াল-আসমা*, দুলাবি : ২৩৭; হাদিসটি সহিহ।

[৩] *সহিহ মুসলিম* : ৪৩০; *সুনানু আবি দাউদ* : ৬৬১; *সুনানুন নাসায়ি* : ৮১৬; *সুনানু ইবনি মাজাহ* : ৯৯২; *সহিহু ইবনি হিব্বান* : ২১৫৪, ২১৬২

৯. ঈমানের সঙ্গে হিজরত ও জিহাদ করা

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'যে ব্যক্তি আমার প্রতি ঈমান আনল, ইসলাম গ্রহণ করল এবং হিজরত করল, আমি সেই ব্যক্তির জন্য যিম্মাদার হলাম এমন একটি ঘরের, যা জান্নাতের আঙিনায় থাকবে এবং এমন আরেকটি ঘরের, যা জান্নাতের মাঝখানে থাকবে। আর যে ব্যক্তি আমার প্রতি ঈমান আনল, ইসলাম গ্রহণ করল, হিজরত করল এবং আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করল, আমি সেই ব্যক্তির জন্য যিম্মাদার হলাম এমন একটি ঘরের, যা যা জান্নাতের আঙিনায় নির্মিত এবং এমন আরেকটি ঘরের, যা মাঝখানে নির্মিত এবং আরও একটি ঘরের, যা জান্নাতের জান্নাতের সর্বোচ্চ চূড়ায় অবস্থিত।'[১]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে মক্কা নগরী ছিল পৃথিবীর বুকে সবচেয়ে উত্তম ও প্রশান্তির জায়গা। এ শহর ছিল তার দাদা-বাবা এবং পূর্বপুরুষদের শহর। তিনি এই শহরে বড় হয়েছেন এবং শৈশব, কৈশোর ও যৌবন কাটিয়েছেন। এই শহরেই প্রথম নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর অহি নাযিল হয়েছে এবং তাকে নবুওয়তের মহান দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। এই শহরের বুকেই দাঁড়িয়ে আছে আল্লাহ তাআলার পবিত্র গৃহ কাবা শরিফ। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন কাফির-মুশরিকদের উৎপীড়নে তার এই প্রিয় নগরী ছেড়ে মদিনার দিকে যাত্রা করেন, তখন তিনি অশ্রুসিক্ত নয়নে কাবার পানে তাকিয়ে বলেছিলেন, 'কত পবিত্র ও উত্তম শহর তুমি এবং আমার কাছে তুমি কতই না প্রিয়! আমার স্বজাতি যদি তোমার থেকে আমাকে বিতাড়িত না করত, তবে তোমাকে ছেড়ে আমি অন্য কোথাও বসবাস করতাম না।'[২]

আপনি যদি এমন দেশে থাকেন, যেখানে আপনাকে স্বাধীনভাবে ধর্ম পালন করতে না দেওয়া হয়, দ্বীন পালনের কারণে আপনার ওপর যদি অজস্র বিধিনিষেধ চলে আসে এবং প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়, তখন দ্বীন পালন ও আল্লাহ তাআলার ইবাদতের উদ্দেশ্যে সেই দেশ ছেড়ে আপনি যদি অন্য কোথাও হিজরত করেন, তাহলে আল্লাহ তাআলা আপনাকে জান্নাতে একটি ঘর বানিয়ে দেবেন এবং সেই

---

[১] *সুনানুন নাসায়ি* : ৩১৩৩; *সহিহু ইবনি হিব্বান* : ৪৬১৯; *মুস্তাদরাকুল হাকিম* : ২৩৯১; *আস-সুনানুল কুবরা*, বাইহাকি : ১১৩৯৪; হাদিসটি সহিহ।

[২] *জামিউত তিরমিযি* : ৩৯২৬; *সহিহু ইবনি হিব্বান* : ৩৭০৯; *মুস্তাদরাকুল হাকিম* : ১৭৮৭; *শুআবুল ঈমান* : ৩৭২৪; *আল-মুজামুল কাবির*, তাবারানি : ১০৬২৪, ১০৬৩৩; হাদিসটি সহিহ।

সঙ্গে দুনিয়াতেও প্রাচুর্য দান করবেন। আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً...﴿١٠٠﴾

আর যে আল্লাহর পথে হিজরত করে, সে দুনিয়ায় বহু আশ্রয় ও প্রাচুর্য লাভ করে।[১]

আর যদি আপনি হিজরতের পাশাপাশি আল্লাহ তাআলার রাস্তায় ওই সব লোকের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন, যারা আল্লাহ তাআলার পথে বাধা সৃষ্টি করে তাহলে আপনি জান্নাতের সর্বোচ্চ স্থানে একটি প্রাসাদ লাভ করতে পারবেন।

১০. রোগীকে দেখতে যাওয়া

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'যে লোক আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জনের আশায় কোনো অসুস্থ লোককে দেখতে যায় অথবা কোনো (মুসলিম) ভাইয়ের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ করতে যায়, তখন আসমান থেকে একজন ঘোষক তাকে ডেকে বলতে থাকেন, কল্যাণময় হোক তোমার জীবন, কল্যাণময় হোক তোমার এই পথ চলা। তুমি তো জান্নাতের মধ্যে একটি ঘর বরাদ্দ করে নিলে।'[২]

আপনার কি হাসপাতালের বেডে অসহায় হয়ে শুয়ে থাকার অভিজ্ঞতা আছে? আপনি কি এমন কোনো রোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন, যার কারণে সে সময়টাতে অন্যের সাহায্য ছাড়া নিজে নিজে কোনো কাজ করতে পারতেন না? আপনি কি কখনো অসুস্থ হয়ে ক্লান্তি, কষ্ট, যন্ত্রণা, অনিদ্রা এবং অসহ্য যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে গিয়েছেন এবং সে সময় সুস্থ থাকার দিনগুলোর কথা মনে মনে ভেবেছেন, আর আফসোস করেছেন? যদি আপনি এরকম কোনো অবস্থা ও পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে না গিয়ে থাকেন, তাহলে আল্লাহ তাআলার কাছে বেশি বেশি শুকরিয়া আদায় করুন এবং তার কাছে সুস্থতা ও রোগমুক্তির দুআ করুন।

সুস্থ ব্যক্তিদের জন্য সুস্থতা এমন একটি নিয়ামত যা কেবল অসুস্থ ব্যক্তিই দেখতে

---

[১] সুরা নিসা, আয়াত : ১০০

[২] *জামিউত তিরমিযি* : ২০০৮; *সুনানু ইবনি মাজাহ* : ১৪৪৩; *সহিহু ইবনি হিব্বান* : ২৯৬১; *মুসনাদু আহমাদ* : ৮৩২৫, ৮৫৩৬, ৮৬৫১; *আল-আদাবুল মুফরাদ* : ৩৪৫; হাদিসটি হাসান।